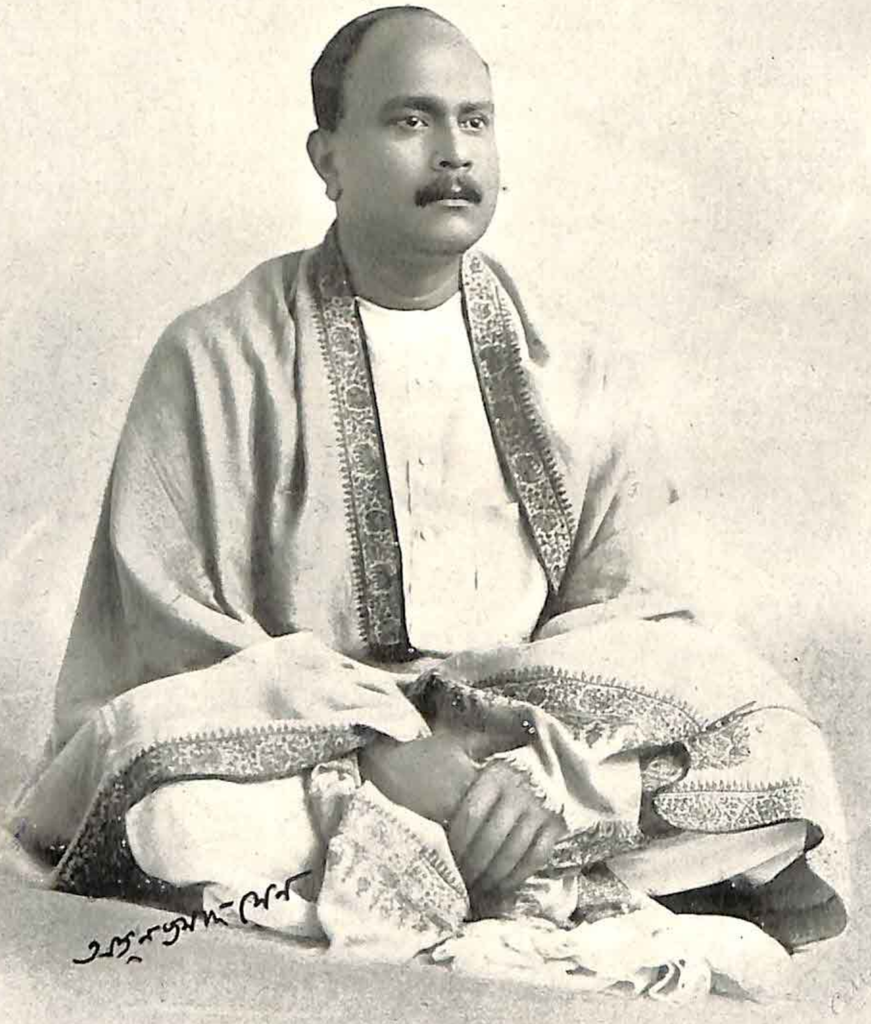
গীতিগুঞ্জ

অতুলপ্রসাদ সেন

A2

গীতিগুঞ্জ



জন্ম ॥ অক্টোবর ১৮৭১ - মৃত্যু ॥ অগস্ট ১৯৩৪

গীতিগুঞ্জ

অতুলপ্রসাদ সেন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রকাশ ১৯৩১
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬
তৃতীয় সংস্করণ শক ১৮৭৯ : বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

প্রকাশক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

গীতিগুঞ্জ ১৯৩১ সালে অতুলপ্রসাদের জীবিতকালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬ সালের সংস্করণ অতুলপ্রসাদের ন্যাসরক্ষক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয়— অতুলপ্রসাদ সেনের ভ্রাতা সত্যপ্রসাদ সেন এই সংস্করণ প্রকাশে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় এই সংস্করণে, পূর্বে অপ্রকাশিত কয়েকটি গান যোজিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে এই গানগুলি পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং পূর্ব পূর্ব সংস্করণের কোনো কোনো মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে।

অতুলপ্রসাদ সেনের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অতুলপ্রসাদ সেনের প্রতিকৃতি ও তাঁহার হস্তাক্ষরে একটি গানও এই সংস্করণে নূতন যোজিত হইল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্লক ও অতুলপ্রসাদের প্রতিকৃতি 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; অতুলপ্রসাদের হস্তলিপি শ্রীসুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গীতিগুঞ্জে প্রকাশিত গানগুলির স্বরলিপি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কাকলি নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। এ যাবৎ তিন খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে।

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণ পাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে॥

মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো॥

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হ'তে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে॥

আমারো যাবার কাল এলো শেষে ডাকি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওরে রাখি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি ল'বে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে॥
এখানে কালের চোর ঢাকে ধুলায়
করে সে বিষম চুরি ধরার ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি',
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি॥
তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তাহেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি॥

১৭ ভাদ্র
১৩৪১
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গী তি গু ঞ্জ

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই   গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!

পাখিরা বনে বনে   গাহে গান আপন-মনে ;
নাই-বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।

ফুলটি ফোটে যবে   ভাবে কি কাল কী হবে ?
না-হয়   তাদের মতো শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।

মনোদুখ চাপি মনে   হেসে নে সবার সনে,
যখন   ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা জানাস প্রাণের বেদন।

আজি তোর যার বিরহে   নয়নে অশ্রু বহে
হয়তো তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন।

দেবতা

আমারে ভেঙে ভেঙে
করো হে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত
তেমনি ক'রে লও হে গড়ি।

এ তরুতে নাই ফুল ফল,
শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে
লও হে তারে ছিন্ন করি।

শক্ত তারে করবে ব'লে
ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে,
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা
যখন তুমি গড়বে তরী।

যাদের ধন আছে অপার
সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিয়ো পার
যাদের নাইকো পারের কড়ি।

তোমার ঐ মাঝ-গাঙে
এ তরীটি যদি ভাঙে
তবে সে অতল তলে
আমায় কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

২

মন রে আমার,
তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি,
তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।

যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে—
মন রে আমার—
তুই টানিস আরো পরান-পণে ;
যখন পালে লাগবে হাওয়া
সময় পাবি রে জিরোবার।

মাঝির সেই গানের তানে—
মন রে আমার, মন রে আমার—
চল্ সাথীর সনে সমান টানে ;
চাস না রে তুই আকাশ-পানে,
হোক-না ফরসা, হোক-না আঁধার।

কাজ কি জেনে কোথায় যাবি—
মন রে আমার—
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙে লাগবে ভাঁটা,
কখন ছুটে আসবে জোয়ার।

মনে রাখিস নিরবধি—

ভোলা মন রে আমার, মন রে আমার—

যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী ;

যে ফেলবে তোরে বানের মুখে

সেই তো তরীর কর্ণধার।

বাউল

৩

ওহে নীরব,
এসো নীরবে।
গোপন পরানে মম
গোপনে রবে।

নিশির শিশির-সম
পশো হে জীবনে মম,
মোরে ফুটাও হে প্রিয়তম,
তব সৌরভে।

তোমারে পাইলে আমি
কারেও কব না স্বামী,
র'ব নীরবে দিবস-যামী
তব গরবে।

বেহাগ

তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না,
আর আমার ভাবনা রবে না।

সবাই যখন বলিবে ভালো
তখন তোমায় দেখাব মোর মনের কালো—
আর আমার ভাবনা রবে না।

যখন সবাই করবে তিরস্কার
তখন বুকে ধরব চেপে তব পুরস্কার—
আর আমার ভাবনা রবে না।

যদি জীবন-পথে করি শত ভুল,
আমার পায়ে লাগুক কাঁটা, সবার পায়ে ফুল—
আর আমার ভাবনা রবে না।

হারাই যদি সব ভালোবাসা
সকল আশা ছেড়ে করব তোমারই আশা—
আর আমার ভাবনা রবে না।

পড়ব যতই দুঃখে বিপদে
ততই মোরে করবে নত তব শ্রীপদে—
আর আমার ভাবনা রবে না।

শেষে   ডাকবে যখন 'ঘাটে আয় রে আয়'
তোমার বোঝা করব বোঝাই তোমারি খেয়ায়—
আর আমার ভাবনা রবে না।

বাউল

৫

আমি তোমার ধরব না হাত,
নাথ, তুমি আমায় ধরো।
যারা আমায় টানে পিছে
তারা আমা হতেও বড়ো।
শক্ত ক'রে ধরো হে নাথ,
শক্ত ক'রে আমায় ধরো।

যদি কভু পালিয়ে আসি
তারা কেমন ক'রে বাজায় বাঁশি!
বাজাও তোমার মোহন বীণা
আরো মনোহর।
তাদের চেয়েও মধুর সুরে
বাজাও মনোহর।

বেহাগ

কোথা হে ভবের কাণ্ডারী !
একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি।

ভেবেছিনু নাই-বা এলে
ওহে ভবনদীর মাঝি,
যাব চলে আপন পালে
অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দড়ি,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
হে কাণ্ডারী,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
আমি দেখি নাই হে,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।

আজি এই বিপদকালে
ওহে কাল-খেয়ার মাঝি,
এসো তুমি আমার হালে
আমার পালে।
তোমার টানের তানে নূতন গানে
আমি শুধু গাইব সারি।
হে কাণ্ডারী,
আমি শুধু গাইব সারি।

তুমি   নাও চালাবে,
আমি শুধু গাইব সারি।
চাহি   ঢেউয়ের পানে
অভয় প্রাণে গাইব সারি।

বাউল

কে হে তুমি সুন্দর,
অতি সুন্দর, অতি সুন্দর !

কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগকূজিতকুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর !

কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনককিরীট-মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর !

কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম-
মুরতি অতি সুন্দর !

ভেঁরো

আহা মরি মরি !
এমন আঁখি কোথা পেলে হরি !

গগনপটে নিত্য নূতন   চিত্র আঁক চিত্তহরণ,
প্রভাত আসে কতই বরন কতই ধরন ধরি !
আহা মরি মরি !

বিহগের পাখায় পাখায়,   বিটপের শাখায় শাখায়,
এমন শোভা নয়ন-লোভা রচ' কেমন করি ?
আহা মরি মরি !

রত্ন পরাও অতুল স্নেহে   বিধু-আঁখি নিশির দেহে,
পরাও নিতি নবীন ছাঁদে মেঘের নীলাম্বরী।
আহা মরি মরি !

কত কাল হতে তুমি   রচেছ এ রঙ্গভূমি,
সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি জুড়ায় মোহন বসন পরি।
আহা মরি মরি !

বলিহারি হে অপরূপ,   দেখতে নার' কিছুই কুরূপ ;
তোমার দ্বারে আসতে হরি, তাই তো লাজে মরি।

ললিত

৯

তব পারে যাব কেমনে, হরি !
দুস্তর জলধি, নাহি তরী ।

আছি বসে একা ভবতীরে,
ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে,
বলো বলো কেমনে এ নিধি তরি ।

আছি আঁধার-পানে শ্রবণ পাতি,
যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি
তব তরী
সে আশে ধৈরজ ধরি ।

নায়েকী কানাড়া

১০

বিফল সুখ-আশে
জীবন কি যাবে ?
কবে আসিবে হরি,
কবে বোঝাবে ?

হয়ে আছি পথহারা,
তোমার পাই নে সাড়া ;
কবে আসিয়ে তুমি
পথ দেখাবে ?

আসিয়ে তোমার ভবে
শুধু কি কাঁদিতে হবে ?
কবে আসিবে কাছে,
নয়ন মুছাবে ?

সম্মুখে না দেখি বেলা,
ফুরায়ে আসিছে বেলা,
তোমার পারে ভেলা
কবে ভিড়াবে ?

যদি সংসারের ঘোরে
আরো ঘুরাইবে মোরে,
মিনতি করি, এসো যবে
দিন ফুরাবে।

খাম্বাজ

১১

কি আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

বলিব না রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ;
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

দেখো সকলে আনিল মালা— ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো।
আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

ভৈরবী

১২

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো।

নয়নে নাহি ভাতি,
মনে হয় চিররাতি,
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী ;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো।
এই রাত-কানারে
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো।

কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে
কঠিন এই পথের শেষে
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে !
একবার ভালোবেসে, কাছে এসে,
কানে কানে ব'লে দে গো।
এ কালারে
কানে কানে ব'লে দে গো।

রয়েছিস যদি সাথে
দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে।
হস্ত আমার হলেও শিথিল
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।
তোর পায়ে পড়ি
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।

বাউল

১৩

কিষান ভাই, তুমি, কি ফসল   ফলাবে এমন মাঠে ?
কে বলো কিনিবে তারে   ভবের ভরা হাটে ?

এ জীবন-জমিন বড়োই উষর,
বরষ বরষ বরষে তবু ধুলায় ধূসর,
তাই   নিরাশ হয়ে বসে আছি মনের মলিন বাটে।

খুব   গভীর ক'রে দাও লাঙলের চির,
ঢালো তাহে যত পার নয়ন-কূপের নীর ;
লাগে   লাগুক হলের খোঁচা,   চরণ রেখো বাঁটে।

তুমিই জান ওহে হলধর,
কি দিয়ে ভরিবে আমার খালি গোলাঘর ;
শেষে   ক'রে বোঝাই, ভেবে না পাই, নে যাবে কোন্ ঘাটে !

ভাটিয়ালী

১৪

তোর কাছে আসব মা গো,
শিশুর মতো ;
সব আবরণ ফেলব দূরে
হৃদয় জুড়ে আছে যত।

দৈন্য যে মা, মনের মাঝে,
ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে ;
সব আভরণ করব খালি,
দেখবি মা গো, মনের কালি ;
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি
তাই চরণে করব নত।

মারবি মা গো, যতই মোরে,
ডাকব আমি ততই তোরে।
ধরব যখন জড়িয়ে হাত
দেখব কেমন করবি আঘাত—
তখন মা তুই, পাবি ব্যথা
ব্যথা দিতে অবিরত।

মনের হরষ মনের আশে
বলব সরল শিশুর ভাষে ;
স্থখের খেলনা হাতে পেয়ে
তোর কাছে মা, যাব ধেয়ে ;
তোর স্নেহাশিস মাথায় লয়ে
ভবের খেলা খেলব যত।

কালাংড়া

১৫

প্রভু, মন নাহি মানে।
ভাবি সদা র'ব
চাহি তব পানে।

মাটির খেলনা যায় যে ফাটি,
জানি এ খেলা নয় তো খাঁটি,
তবু কুড়াই ভাঙা মাটি
ভাঙা প্রাণে—
মন নাহি মানে।

ভাবি আজ গেছে বসন্ত,
এবার দুখ হবে অন্ত,
তবু ডাকে পোড়া পাখি
করুণ গানে—
মন নাহি মানে।

না এলে যদি প্রভাতে,
আছি আশায় আঁধার রাতে,
সংসার যে আসে কাছে
তোমার ভাগে—
মন নাহি মানে।

এসো তুমি ভবের মেলায়,
এসো আমার ধুলা-খেলায় ;
পাই যেন নাথ, তোমায় কাছে
সকল টানে—
মন নাহি মানে।

ভৈরবী

১৬

ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব—
দুঃখ-বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।

মৃত্তিকা বলে মোরে, 'ওরে মূঢ় নর,
হৃদয়-আঘাতে তব কেন এত ডর ?
দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর,
শস্য সুফল তত, ততই শ্যাম মনোরম।"

আকাশ বলে মোরে, 'আমি কাঁদি যবে
হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে ;
তোমারও নয়ন-বারি বিফল না হবে,
শুষ্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম।

জয়শ্রী

১৭

বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একছত্র বিশ্বেশ্বর,
ধরণীধর জগপতি গুরু মহেশ।
ঋদ্ধি-সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান,
বিপদকলুষহর কৃপানিধি বিধি,
অসীম চির-অবিনাশ,
দুখীজন-পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ

কর্ণাটী

১৮

এ মধুর রাতে বলো কে বীণা বাজায় ?
আপন রাগিণী আপন মনে গায় ?

নাচিছে চন্দ্রমা সে গীতছন্দে,
গ্রহ গ্রহে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায় ?

যাঁর যন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র,
যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কি শোভায় !

কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী,
কোথা সে শতদল ফোটে না-জানি !
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায় ।

মিশ্র খাম্বাজ

১৯

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি
কেমনে বলো তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?

কুসুম লয়ে গন্ধ বরন
নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন,
কোন্ ফুলে বলো সে পদ ঢাকি ?

নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে
যখন গাবে না পাখি ;
কণ্টক দিব চরণে যবে
কুসুম মুদিবে আঁখি।

হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল ?
বলো হে হরি, আর কত কাল
সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?

মিশ্র দেশ

২০

আমার আবার যখন প্রভাত হবে,
মেঘগুলি সব সরে যাবে,
এমনি করে রাঙিয়ো নাথ,
আমায় এমনি করে রাঙিয়ো।

ঘুমটি আমার পাখির ডাকে
নবীন ভানুর তরুণ রাগে
এমনি করে ভাঙিয়ো নাথ,
এমনি করে ভাঙিয়ো।

অশ্রু-ঝরা মেঘের মালা
সাজায় যেমন গিরির গলা,
তেমনি আমার আশার মালা
তোমার গলায় পরিয়ো নাথ,
তোমার গলায় পরিয়ো।

বহুদিনের তপে সতী
পাষাণ ভেদি পেল পতি;
তেমনি জীবন-পাষাণ ভেঙে
আমার পরানখানি মাগিয়ো নাথ,
পরানখানি মাগিয়ো।

ভৈরবী

২১

আমার   চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
বলছ হরি, 'আমায় ধর্।'
আঘাত দিয়ে কহ মোরে,
'এই তো আমার কর।'

হাত বাড়ায়ে ম'লেম ঘুরে,
কাছে থেকেও রইলে দূরে ;
এত আমার আপন হয়েও
রইলে সদা আমার পর।

ফুরায়ে যে এল বেলা,
সাঙ্গ কবে করবে খেলা ?
হরি,   তুমি কর তোমার লীলা—
আমার প্রাণে লাগে ডর।

শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি হে শ্রীহরি।
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর।

কীর্তন ঝাঁপতাল

২২

আমায়   রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দু জন যদি হত আপন,
হত না মোর আপন সবাই।

নিত্য আমি অনিত্যরে
আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে—
তাই হে চির, তোমারে চাই।

সবাই যেচে দিত যখন
গরব করে নিই নি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে
বলত সবাই, 'নাই গো, নাই'।

তোমার চরণ পেয়ে হরি,
আজকে আমি হেসে মরি!
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি,
হায় রে, কি ধন চাহি নাই!

পিলু

২৩

চিত্তদুয়ার খুলিবি কবে মা,
চিত্তকুটীরবাসিনি !
অন্ধ ভিখারি রয়েছি দাঁড়ায়ে,
ওগো নয়নবিকাশিনি !

রাজপথে-পথে ঘুরিলাম কত,
লভিনু যত-না, হারাইনু তত ;
মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না সুধা—
ওগো সন্তাপনাশিনি !

আজি ফিরিলাম ঘরে দীন শ্রীহীন,
সংসার-ধুলায় ম্লান মলিন ;
বসিবি কি হেন জীবন-পঙ্কে
ওগো পঙ্কজবাসিনি ?

সাহানা

২৪

মানুষ যখন চায় আমারে, তোমারে চাই নে হরি।
তাইতে বুঝি দাও না ধরা যখন তোমায় খুঁজে মরি ?

নও তো শুধু ব্যথার ব্যথী, তুমি যে মোর চিরসাথী ;
যখন থাকি সুখের মোহে সেই কথা যে যাই পাসরি।

বিফল ধন রতন খুঁজি হারাই আমি ঘরের পুঁজি ;
তাই তো আমি ঘাটে এসে পাই নে খুঁজে পারের কড়ি।

এবার যখন ডাকবে তারা দিব না দিব না সাড়া ;
যখন তারা টানবে আমায় র'ব তোমার চরণ ধরি।

বাউল

২৫

ওহে জগতকারণ, এ কি নিয়ম তব ?
এ কি মহোৎসব, এ কি মিলন নব ?

গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
অণু অণুরে ডাকে চির-অনুরাগে ;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে—
অখিল নিখিল-ভরা এ কি আহ্বান-রব ?

সে নিয়মে জীবগণ সুখ-দুঃখ-অন্ধ ;
প্রেম-পারিজাতে প্রভু, এ কি মকরন্দ ?

দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হতে
করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে—
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে ;
তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব ।

বেহাগ খাম্বাজ

২৬

দাও হে ওহে প্রেমসিন্ধু, দাও এ নবীন যুগলে
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।

যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম,
তোমাতে উদয় তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা, ধন জন মান— যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত।

দুইটি হৃদয় হয়ে একাকার
স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার
বিশ্বের বুকে চলুক উদার কখনো না হয়ে কুঞ্চিত।

টেনে লও ওহে প্রেম-পারাবার,
তব শুভ কোলে হৃদি দু জনার,
তোমার মধুর কঠোর শাসনে কখনো কোরো না বঞ্চিত।

খট্

২৭

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া।
আজি মন চায়, অঞ্জলি লয়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়া এরে করো গো পালিত তব স্নেহকোলে রাখিয়া;
নয়নেতে দিয়ো, মা গো স্নেহময়ি, প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রক্ষিয়ো নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখো প্রভু দেখো, চালাইয়ো এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া;
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরান-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া;
সে জীবনে প্রভু, যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

বেহাগ খাম্বাজ

২৮

হরি, তোমারে পাব কেমনে ?
যেতেছে সময়, ওহে দয়াময়, দয়া করো দীন জনে।

ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়
হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই প্রভু, চলিবে না কভু তোমার চরণ বিনে।

বুঝাইলে হরি, বুঝালে এবার,
সবাকার হতে তুমি আপনার ;
তোমারে পাইলে সরস সংসার, বিরস তোমা বিহনে।

তাপিত চিতে এ মিনতি করি,
লুকাইয়ে আর থাকিয়ো না, হরি,
দেখিলে তো তুমি তোমারে পাসরি কাটাই দিন কেমনে।

কাটো হে আমার স্বার্থের পাশ,
তব প্রিয় কাজে করো মোরে দাস,
সাধো এ জীবনে তব অভিলাষ হরষে কিম্বা বেদনে।

সুরট মল্লার

২৯

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর   কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু,   ততই টেনে লও বুকে।

সুখ পেলে দিই অবহেলা,
শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাও না চলে,   সদাই থাক সম্মুখে।

প্রতিদিনের অশেষ যতন
ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে তাই   পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।

সুখের পিছে মরি ঘুরে,
তাই তো সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ,   বন্ধ মনের সিন্দুকে।

ভুলে   যাই সবাই আমার,
নই তো ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে   কাঁদব আমি কোন্ দুখে ?

ভবের পথে শূন্য থালি,
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালি।
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে   পাব দীনবন্ধুকে।

বাউল

৩০

হে অজানা, আমি তোমায় জানব কবে ?
জীবন-রবি আর তো নাহি পুরবে।
যতই দেখি যতই শুনি আমি শুধু অবাক্ মানি—
কিছু না জানি।
তারা নয় তো এমন গুণী যাদের আমি জানি এ ভবে।

জীবন-হাটে কিনিতে সুখ কিনে আনি কেবলি দুখ—
বেদনা-ভরা বুক— তোমায় জানি নে ব'লে।
যে তোমায় পেয়েছে ডেকে, থাকে সদাই হাসিমুখে—
চির সুখে !
ঘাটে যখন ডাকবে মাঝি, তাদের যেমন হাসি তেমনি রবে,
তোমায় জেনেছে ব'লে।

ঘরে শুধু পাঁচটি প্রাণী, তবু করি টানাটানি,
হানাহানি— তোমায় ঘরে পাই নি ব'লে।
যে তোমার পেয়েছে খবর তার সবাই আপন, কেহ নয় পর,
বিশ্ব তাহার ঘর।
যে তোমায় করেছে আপন সে আপন করেছে সবে।

বাউল

৩১

রইল কথা তোমারি, নাথ, তুমিই জয়ী হলে।
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ–তলে।

কুড়িয়ে সবার ভালোবাসা
ভবের ডালে বাঁধনু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্বনাশা
হে নাথ, ফেলল ভূমিতলে।

পক্ষ আমার গেল ভেঙে,
বক্ষ আমার গেল রেঙে,
তুলতে যারে বলছি মেগে
হে নাথ, সেই চলে যায় দ'লে।

নয় তো তোমার দুয়ার বন্ধ,
আমারি নাথ, দু চোখ অন্ধ,
মিছে তোমায় বলি মন্দ—
হে নাথ, আজ কে দিল ব'লে!

তাই তো তোমায় দেখতে নারি,
দাও হে দেখা হে কাণ্ডারী,
দর্প আমার, দর্পহারী
হে নাথ, ফেলে এলাম জলে।

ভৈরবী

৩২

লয়ে যাও প্রভু, আজি
জীবন-জলধি-পারে,
যেথা বিরাজেন তিনি
লইয়া গিয়াছ যাঁরে।

নয়নে না দেখি বেলা,
শুধু তরঙ্গেরি খেলা,
জীর্ণ মানস ভেলা—
তুমি পার করো তারে।

তাঁহারে হারায়ে মোরা
দিশাহারা, শান্তিহারা ;
দেখো নয়নে বহিছে ধারা,
তুমি বিনা কে নিবারে ?

সিন্ধু

৩৩

মিলিল আজি পথিক দু জন
জীবন-পথের মাঝে ;
দেখাও সুপথ হে পথের পতি,
দেখাও দিবসে সাঁঝে।

যেথায় অজানা মিলে শত পথ,
চারি দিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
চালাও যে পথে তোমার তীরথ,
তোমার মন্দির রাজে।

পথ-পাশে যবে মেলে সুখ-মেলা,
সুখী হোক খেলি হরষের খেলা ;
সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা
বিরস জীবন-কাজে।

যদি কভু রাতে নিবে যায় বাতি,
দেখাইয়ো নাথ, তব মুখ-ভাতি ;
বন্ধুর পথে হে জগবন্ধু,
থেকো সদা কাছে কাছে।

বেহাগ

৩৪

আর দে দে বলব না তোরে।
যা দিলি তুই কাঙাল রানী,
তাই তো আবার নিলি হ'রে।

নে মা, আমার ধন পদ মান
জীবন-ডালা শূন্য করে ;
আমি শূন্য ডালা দিব তব পায়
যদি পূজার মালা না দিস মোরে।

দিস যদি মা, দুঃখ বিপদ,
তুলে দে মা, মাথার 'পরে,
যখন বোঝা হবে ভারী
তুই নাবাবি আপন করে।

তোর নেবার মতো নই মা আমি,
তবু কেন এ দীনের দ্বারে ?
তুই মা আমার পরশমণি,
আদরে নে পরশ করে।

রামপ্রসাদী মালসী

৩৫

তখনি তোরে বলেছিনু মন,
যাস নে রে তুই এ বিপথে,
মানলি নি তখন।

কাঁটার ভয়ে ছাড়লি সুপথ,
সুগম ভেবে ধরলি বিপথ,
ছ-জনায় তোর পথের সম্পদ
করিল হরণ।

সাথের সাথী ভাবলি যারা
কোথায় এখন রইল তারা?
এবে বিজন বনে পথহারা,
সজল নয়ন।

দুখের বোঝা লয়ে শিরে
চল্ রে ভোলা, চল্ রে ফিরে;
ভরসা তোর এ তিমিরে
হরির চরণ।

বেহাগ খাম্বাজ

বুঝেছি হে ছদ্মবেশী, ছলনা তোমার,
আর না ডরিব আমি, ভুলিব না আর।

দরশনে রুদ্র তুমি, অন্তরেতে শিব ;
দুঃখবেশী সুখ তুমি, বিপদে বিভব।
অনলে পরখি লহ জীবন সবার ;
দহিয়া রাঙাও তারে, কর না অঙ্গার।

কুটীরে নিবাস তব, ওহে মহারাজ,
প্রাসাদে ধর হে তুমি দরিদ্রের সাজ।
মৃত্যুর বিভূতি অঙ্গে, কণ্ঠে মৃত্যুহার ;
মৃত্যুঞ্জয়, জীবনের তুমি মূলাধার।

নিজেরে লুকাও তুমি কত আবরণে ;
পাই নি ধরিতে তোমায় শত আহরণে।
দস্যুবেশে এলে গৃহে ভাঙিয়া দুয়ার—
এবার পড়িলে ধরা হে বন্ধু আমার !

সিন্ধু কাফি

আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে ?
বঁধু আমার !
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ?—
বঁধু আমার !

বাহিরের উষ্ণ বায়ে মালা যে যায় শুকায়ে,
নয়নের জল, বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে ।
শুধু ডোরখানি হায় কোন্ পরানে তোমার গলায় দিব তুলে ?—
বঁধু আমার !

হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকি' ভাবি মনে,
ওই বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে !
পরানে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে ।—
বঁধু আমার !

বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল ;
কি লয়ে থাকব বলো তুমি যদি রইলে ভুলে ?—
বঁধু আমার ।

মিশ্র-বাউল কীর্তন

যদি দুখের লাগিয়া গড়েছ আমায়,
সুখ আমি নাহি চাই।
শুধু আঁধারের মাঝে তব হাতখানি
খুঁজিয়া যেন গো পাই।

যদি নয়নের জল না পার মুছাতে,
যদি পরানের ব্যথা না পার ঘুচাতে,
তবে আছ কাছে আছ, হে মোর দরদী,
কহিয়ো আমারে তাই।

যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ,
পাই অবহেলা, নাহি পাই স্নেহ,
তবে দিয়াছিলে যাহা হে মোর বিধাতা,
ফিরিয়া লহো গো তাই।

যদি না পারি পূরাতে মনের বাসনা,
যায় হে বিফলে সকল সাধনা,
যেন এ দীন জীবনে হে দীনের নিধি,
তোমারে নাহি হারাই।

কীর্তন

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে!
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার,
তুমি তো বন্ধু, বহিবে।

কলুষ আমার দীনতা আমার
তোমারে আঘাত করে শতবার;
আর কেহ যদি না পারে সহিতে,
তুমি তো বন্ধু, সহিবে।

যাক ছিঁড়ে যাক মোর ফুলমালা,
থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা,
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা—
তুমি তো চরণে লইবে।

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।

ভেঁরো

যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান,
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আঁধারে হানিবে বাণ,
সহিব নীরবে, কহিব তখন—
তুমি জান, নাথ, তুমি জান !

ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে,
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে ;
বলি যেন তবে, হীনতা আমার
তুমি জান, নাথ, তুমি জান !

লক্ষ্যের দিকে যদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে,
যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, 'লাগাও তরণী কূলে,'
চলিব আঁধারে, বলিব তখন,—
তুমি জান, নাথ, তুমি জান !

ফুরায় যে সুখ, ফুরায় সে দুখ, না ফুরায় শুধু আশা ;
ভাঙে যতবার গড়ি ততবার ধুলায় ধূলির বাসা ;
কেন এ যতন ? কোথা সে রতন ?—
তুমি জান, নাথ, তুমি জান !

কীর্তন

৪১

হে দীনবন্ধু, পার করো।
পার করো তরী, পার করো, পার করো।
বিশাল সিন্ধু দুস্তর— পার করো।

ভাঙা এ ভেলা আমি একেলা ;
দূরে গরজে জলধর।
হে ভয়হারী, ভয় হরো।

মোহ-কুয়াশায় দিক নাহি ভায়,
হে ভবমাঝি, হাল ধরো।

জীবন তরী কলুষে ভরি,
শূন্য করি' তব ঠাঁই করো,
হে দীনত্রাতা, দীনে তরো।

ভৈরবী

৪২

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে— কবে ?

আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে,
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ক'বে।

কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ-বাটে ;
তোমার কাছে হে মহাজন,
সবই বাঁধা র'বে— কবে ?

স্বার্থ-প্রাচীর করে খাড়া
গড়ব যবে আপন কারা
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙবে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই ;
জগতের সকল আপন হতে
আপন হবে কবে ?

শেষে   ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা
সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায়
কোল বাড়ায়ে লবে।

মিশ্র সাহানা

পরানে তোমারে ডাকি নি হে হরি,
ডেকেছি শুধুই গানে ;
তাই তো তোমারে পাই নি জীবনে,
ফিরেছি শূন্য প্রাণে।

তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা ;
চাহ দীন বেশ, নাহি চাহ ভূষা ;
গাহি নি সে গান— তুমি শুন যাহা,
আর কেহ নাহি শোনে।

তুমি সবাকার হতে আপনার,
সে কথা বুঝিতে বাকি নাহি আর।
তবু শত ঠাঁই শত বার ধাই,
চাহি না চরণ-পানে।

শিখাও আমারে গাহিতে সে সুরে
যা শুনি' থাকিতে পারিবে না দূরে ;
আসিবে হৃদয়ে তব বীণা লয়ে—
মাতাবে নূতন তানে।

কীর্তন

৪৪

তবু তোমারে   ডাকি বারে বারে,
কত যে পেতেছি ব্যথা   না বুঝি তোমারে !
জানি না কেন যে দাও,   কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,
তুমি তো ভোল না বিধি   নয়ন-আসারে !
বলো হে কবে জানিব,   শ্মশানেতে তুমি শিব ;
তোমারে সুখে বরিব   দুঃখের মাঝারে।
বুঝেছি সুখ যে মায়া,   বুঝাও দুখও যে ছায়া,
তুমি যে রয়েছ সুখ-   দুঃখের ওপারে।
মনে হয় তব কাছে   সব হারাধন আছে,
তাই তো এসেছি হে নাথ,   তোমার দুয়ারে।

সিন্ধু কাফি

৪৫

দিয়েছিলে যাহা গিয়াছে ফুরায়ে,
ভিখারির বেশ তাই।
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমার চরণে চাই।

সুখ আমারে দেয় না অভয়,
দুঃখ আমারে করে পরাজয়।
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়,—
যাহা পাই তা হারাই।

ভবের মেলায় কতই খেলনা
কিনিলাম, তবু সাধ তো গেল না।
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি,—
কে দিবে তরীতে ঠাঁই।

দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি,
বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি।
সম্পদে বিপদে তব শিবপদে
স্থান যেন সদা পাই।

পূরবী

৪৬

আমার পরান কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে !
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর-পারে
বিরহবিধুর সুরে।
বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায় দেখায় দূরে।
হে অধীর হে উদাসী, হে মম অন্তরবাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশি, কোন্ প্রেমের পুরে ?
যে দিগন্তে নীলাম্বরে চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে,
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়,
ওগো, চায় কত মধুরে !

হাম্বীর

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে!—
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি
দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে,
নির্ঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈল-বন-পুষ্পকুল নন্দে যাহারে,
যার প্রেমে চন্দ্র তারা
কাটে নিশি তন্দ্রা-হারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে।

ভৈরবী

৪৮

ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলছ অনুক্ষণ!
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।
মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পার তা;
আমার আঁখি-জল তোমায় করে গো চঞ্চল,—
তাই নয় বুঝি বিফল আমার অশ্রুবরিষণ!
ডাকিলে কও না কথা, কী নিঠুর নীরবতা!
আবার ফিরে চাও, বল, 'ওগো শুনে যাও,
তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন।'

মিশ্র আশাবরী

৪৯

ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।

যে পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।—
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।—
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়,
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

কীর্তন

৫০

তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে ;
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, শান্তি-সুধা দিয়ো চিত্ত-চকোরে।

কাঁদিছে চিত 'নাথ' 'নাথ' বলি
সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি ;
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি—
দেখাও পথ আজ তিমিরে।

মন্দ ভালো মম সব তুমি নিয়ো,
দুঃখী-জন-হিত সাধিতে দিয়ো ;
হে নারায়ণ, দীন রূপে আসিয়ো,
বাঁধিয়ো সবে মম প্রেমডোরে।

জৌনপুরী

৫১

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে ;
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ওই শোভাতে।

ভেবেছিলে গোপন রেণু ঢাকবে তোমার মোহন বেণু ;
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে।

দুঃখশোকের ভগ্ন ভিতে এসেছিলে অলক্ষিতে,
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে।

আমার বঁধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা কেউ জানে না।
শুধু নূপুর যায় গো শোনা পথিকের মন লোভাতে।

আশাবরী

এসো গো একা ঘরে একার সাথী।
সজল নয়নে বল র'ব কত রাতি ?

সুনীল আকাশে চন্দ্র বিকাশে, তামস নাশে ;
এ আঁধারে হাসিবে কবে তব মুখ-ভাতি ?

তোমারে গোপন ব্যথা জানাব গোপনে,
তোমারে কুসুমমালা পরাব যতনে।

তব সঙ্গ মাগি আছি আমি জাগি, সরব-তেয়াগী ;
তব চরণ লাগি আছি কান পাতি।

জয়জয়ন্তী

৫৩

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।

আরও কি মোর গাইতে হবে? নয়ন-জলে নাইতে হবে?
আরও কি মোর চাইতে হবে— দিলে না যা তাই?

যে সুর তুমি গেয়েছিলে, যে কথাটি কয়েছিলে,
বারে বারে আমি তারে যাই যে ভুলে যাই।

এবার তুমি বিজন রাতে গানটি ধরো আমার সাথে,
তোমার ওই তানপুরাতে সুরটি মোর মিলাই।

সিন্ধু কাফি

আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার।
একাকী বাহিতে তারে পারি নে যে আর।

প্রভাতহিল্লোলে ভুলে, দিয়েছিনু পাল তুলে,
ভাবি নি হবে সহসা এমন আঁধার।

ঝড়েতে বাঁধন টুটে দিশাহারা এনু ছুটে,
তাই তরী তব তটে লাগিল এবার।

এখনও যা-কিছু আছে, তুলে লহো তব কাছে,
রাখো এই ভাঙা নায়ে চরণ তোমার।

মিশ্র খাম্বাজ

প্র কৃ তি

৫৫

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসী থাকে ?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে সে আজ ডাকে।

নিজে সে নীরব হয়ে রয়,
শোনে সে ফুল যে কথা কয় ;
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখিদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে।

কেউ তারে পায় নাকো ডাকি,
থাকে সে সদাই একাকী ;
কোন্ একাকী করল তারে এমন একাকী ?
তারে বৃথা খোঁজে চন্দ্র তপন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

আজি মন বিবাগী চঞ্চল,
বিরহে চক্ষু ছল ছল্ ;
সদাই ভনে— ওই বিজনে আমায় নিয়ে চল্ !
ওরে মোর পাগ্‌লা পরান, পাবি কি তুই তাকে ?

বাউল

৫৬

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
ও আকাশ, বল্ আমারে।
কেউ-বা রঙিন ওড়না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভরবে গাগরি,
কার বাঁশরী শুনল এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর, যায় চ'লে কার উদ্দেশে ?—
ও আকাশ, বল্ আমারে।

কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি প্রভাতে সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজল মধুর হেসে !—
ও আকাশ, বল্ আমারে।

আকাশ, বল্ রে আমায় বল্, আমার আঁখি-জল
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল— আমায় বল্ রে।
আমি তাদের মতো আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা
খেলব কি দিনের শেষে ?—
ও আকাশ, বল্ আমারে।

বাউল-কীর্তন

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লো বধূ,
ঘোমটাখানি খোল্।
আছি আজ পরান মেলি দেখব বলি—
তোর নয়ন সুনিটোল লো বধূ,
নয়ন সুনিটোল।

কত আর নীরব র'বি,
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে বরি ল'বি বধূ ?
কবে জীবন-বাসর-বাটে
বাজবে শঙ্খ ঢোল লো বধূ,
বাজবে শঙ্খ ঢোল ?

আজি নিখিল-কুঞ্জ-বনে
মিলব পরম বধূর সনে,
বড়ো সাধ মনে বধূ !
এ মোহন রাতে আমার সাথে
বিশ্বদোলায় দোল্ লো বধূ,
বিশ্বদোলায় দোল্ !

বাউল

কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে ?
এ পোড়া পরান-তরে এত ভালোবাসিলে ?

কভু হরিত বসনে সাজি'
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু হাসে মম পানে হাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে ?

শারদ নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে
পীত কায়ে মৃদু পায়ে মম পাশে আসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে ?

কভু বাদলে ঢাকি বয়ান
করিলে গভীর মান,
দামিনীর গুরু ভাষে আঁখিনীরে ভাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে ?

আমি শ্যাম, তুমি রাধা,
তাই বধূ, এত বাধা ;
তুমিও হায় উদাসিনী, মোরেও উদাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে ?

৫৯

আমার   ঘুম-ভাঙানো চাঁদ,
আমার   মন-ভাঙানো চাঁদ,
তুমি, যাও গো স'রে।
বাতায়নে আমার পানে
চেয়ো না অমন ক'রে।

বিধু, তুমি বধূর রূপে
এলে ঘরে চুপে চুপে ;
নয়নে করলে পরশ কিরণ-করে।

কোয়ো না পুরান কথা,
দিয়ো না পুরান ব্যথা,
এনো না পুরান প্রদীপ আঁধার ঘরে।

জানি, ওগো সর্বনাশী—
জানি তব মোহন হাসি,
জানি তব ভালোবাসা ছ'দিন-তরে।

আসোয়ারী

৬০

বন দেখে মোর মনের পাখি
ডাকল গো আজ ডাকল গো।
অনেক দিনের ঘুম ভেঙে সে
জাগল গো আজ জাগল গো।

হাত বাড়ায়ে অযুত শাখায়
ডাকে বন, 'আয় আয় আয়',
ভাঙি মোর সোনার খাঁচা
ভাগল গো সে ভাগল গো।

যেন আজ বিদেশ ছেড়ে
ঘরেতে এল ফিরে ;
আপন দেশের শীতল হাওয়া
লাগল গো গায় লাগল গো।

সবুজের সহজ টানে
মানা আর নাহি মানে ;
অমৃতের ফল বুঝি আজ
পাকল গো আজ পাকল গো।

পিলু

বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে
না জানি কি বলে।
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে।

কাহার নূপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী ?
বিরহী পরান তারে যাচে ;
আশা-ময়ূর পুছ মেলি' নাচে ;
রাখিব পরানখানি তার চরণতলে।

পিলু খাম্বাজ

ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।
তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর, সিকত গা।
বিরহী ধর ধর, মানিনী সর সর,
চাহিছে খর খর সুলোচনা।
বালিকা দলে দলে চলিছে গলে গলে,
বিটপীতলে-তলে ঝোলে ঝুলা।
কৃষক হলে হলে, বলাকা জলে জলে,
নাচিছে ট'লে ট'লে শিখীর পা।
পরান পলে পলে পড়িছে ঢ'লে ঢ'লে,
উঠিছে ব'লে ব'লে— তুমি কোথা?

সাওয়ন

৬৩

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি।
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা-বারি।

এমনি সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি—
নাহিক শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরী।

ছিল গো সেদিন, সখী, হেন যামিনী।
আছে ফুল নাহি মধু, আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।

মিলনমধুর নিশি আসিবে না আর ;
আজি এ চাঁদিনী ধরা বিরহ-বেদন-ভরা,
আকাশের গ্রহ তারা শ্যাম-ভিখারি।

বেহাগ

মোরা নাচি ফুলে ফুলে ছুলে ছুলে,
মোরা নাচি সুরধুনী-কূলে-কূলে।

কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে ;
কখনো ছুটি মোরা ফুল-ফল-হরণে।
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে,
মাতি নিধি-সনে কভু রণে,
ভাসি আকাশে নীরদ-সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী—
গহন, নদী, নিধি, নভে মেঘ-তরণী।
পুনঃ জাগে হরষে মোদের পরশে
নয়ন খুলে।

নটমল্লার

৬৫

জাগো বসন্ত, জাগো এবে
মোদের প্রমোদকাননে।

তুমি জাগিলে জাগিবে ফুল,
বহিবে মলয় মৃদু-মৃদুল,
গাহিবে বিপিনে বিহগকুল
মোহনমধুর ভাষণে

পরাও সবারে মোহন বাস,
জাগাও হৃদয়ে নবীন আশ,
হাসুক ধরণী মধুর হাস
তব শুভ আগমনে

মিশ্র খাম্বাজ

সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে—
আয় আয় চাঁদিয়া !
আন গো সজনী, মধুর রজনী
সোনার তরণী বাহিয়া ।

তাপিত আমি তপ্ত তপনে ;
সুপ্তিসংগীত গেয়ে যা গোপনে ।
কনক শ্রাবণে এ মরু-জীবনে
ঢেলে দে স্বপন-অমিয়া ।

আকাশ ভাসায়ে মধুর গানে
পাখিরা উড়ে যায় সুদূর বনে ।
আমার আশাগুলি উড়িছে দিশা ভুলি,
গোধূলি এল, আয় নামিয়া ।

পূরবী

৬৭

প্রভাতকালে তুলিব ফুল,
খুঁজিব ফুল্ল তরুর মূল।
তুলিব বেলী, যূথী, চামেলি—
সৌরভে হবে মন আকুল।
তুলিব জবা বরন অতুল।

ভৈরবী

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।

বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক-ভরে।

আকাশের দু তীরে দু বেলা
আলো কালো করে হোলিখেলা ;
আমারো পরানে লেগেছে রঙ
কালোর 'পরে।

নীল সরে হেমতরী-'পরে
হাসে নব বিধু লাজ-ভরে।
'এসো বঁধু' ব'লে ডাকে মোরে
মোহন সুরে।

নটমল্লার

বাদল-বাদল-বাদল ধারে,
মাটির কোলে আদর মেরে!

—

চোখের ভিজলো মুদুল তার
দুলের দুলে দুল দলে ধরায়—
"ঘরের মাটিতে ফুটিয়ে যায়
পুলকভরে"।

—

আকাশের দুচোখের দুলোনা,
আলো কালো করে খেলি খেলা;
আমারও ভয়ানক লেগেছে রং
কালোর সঙ্গে।

—

নীল সরে ভেসে তরী যায়
প্রাণ নব চিঠি লাল ভরে
"এখনই" বলে ডাকে মোরে
মোহন সুরে।

—

দোলে যামিনী-কোলে,
দোলে রে সোনার শিশু মোহন দোলে।
ফুটেছে কনকহাসি শিশুর মুখ-কমলে।

মেঘের আঁচল টানি
বারে বারে মুখখানি
সোহাগে ঢাকিছে যত, ততই হাসি উথলে।

বালিকা তারকাগুলি
আসিয়াছে কুতূহলী—
দেখিতে নিশির কোলে নিশির দুলালে।

এসেছে ধরণী-সখী,
রজনীর সুখে সুখী,
বুকখানি আলো করি আদরে লইছে কোলে।

বেহাগ

জল বলে, চল্ মোর সাথে চল্,
কখনও তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে, শত চাঁদ করে টলমল্।

বধূরে আন্ ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরি ;
ভরবে প্রেমে হৃদ্‌কলসী, করবে ছলছল্।

মোরা বাহিরে চঞ্চল, মোরা অন্তরে অতল,
সে অতলে সদা জ্বলে রতন উজল।
এই বুকে ফোটে সুখে হাসিমুখে শতদল ;
নহে তীরে, এই নীরে হ'বি রে শীতল।

কাজরী

৭১

আইল আজি বসন্ত মরি মরি,
কুসুমে রঞ্জিত কুঞ্জমঞ্জরী।
অলি আনন্দিত নাচে গুঞ্জরি,
পিক পুলকিত গাহে কুহরি।

নৃত্য করে কত বাল-বালিকা,
কণ্ঠে শোভে নব কুন্দ-মালিকা ;
আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরি,
সুখে লহে প্রেমবারি ভরি ভরি।

বাহার

স্বদেশ

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে !

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে ;
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।[১]

মিশ্র

জননী, দেহো তব পদে ভক্তি,
দেহো নব আশা, দেহো নব শক্তি ;
এক সূত্রে করো বন্ধন আজ
ত্রিংশতি কোটি দেশবাসী জনে।

১ পাঠান্তর

৭৩

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী ;
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,—
এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী।

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

বলো বলো বলো সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

ভোলে নি ভারত, ভোলে নি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক-প্রাণ,
এক জাতি-প্রেম-বন্ধনে।

বলো বলো বলো সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মে নি মিছে;

হুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।

বলো বলো বলো সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

এসো হে কৃষক কুটীরনিবাসী,
এসো অনার্য গিরিবনবাসী,
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান,
মিল' হে মায়ের চরণে।

মিশ্র খাম্বাজ

মোরে কে ডাকে—'আয় রে বাছা, আয় আয়'!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শোনা যায়।

ওগো, তোমার করুণ স্বরে
আপন জনে মনে পড়ে—
যাদেরে ফেলি' ধূলি-'পরে
আছি রত নিজ-সেবায়।

ও সুধাবাণী মরমে পশি
পড়িছে মনে স্নেহরাশি ;
আজি আপন দেশে পরবাসী
থাকিতে মন নাহি চায়।

মা, তোমার করি' অপমান
লভেছি বহু যশ মান ;
আজ লাজে অতি ম্রিয়মাণ
এ মুখ দেখাতে তোমায়।

মা, ডাকিলে যদি স্নেহ-ভাষে
রাখিয়ো সদা তব পাশে ;
তুচ্ছ ধন-পদ-আশে
আর না যেন দিন যায়।

পিলু বারোয়াঁ।

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির— নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান— হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়,
জগজন মানিবে বিস্ময় !

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ওই দেখো প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয় !

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—
সত্যের নাহি পরাজয়,
সত্যের নাহি পরাজয় !

মিশ্র

দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এনু মা, তোর,
হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।

এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে ;
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।

অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে—
থাকব না আর স্বার্থে ভুলে।

থাকবে না আর রেষারেষি—
কাহার অল্প, কাহার বেশি ;
দু ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণ-তলে।

দু-জনেই বুঝেছি এবার—
তোর মতো কেউ নেই আপনার ;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

রামপ্রসাদী মালসী

কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে ?
দু দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে।
দীনের ধনেই ধনী তোমরা— দীনবন্ধু হবেন সুখী।
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, পুণ্য হবে ধন-অরজনে।

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে— নইলে এ দেশ এমনি র'বে।
দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে— এরাও তোমার মায়ের ছেলে।
এ আঁধার ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে।

পুরানো সে ত্যাগের কথা হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা—
যেথা রাজার ছেলে হত ফকির, যেথা পরের তরে ঝর্‌ত আঁখি ;
যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন।
সেই দেশের মানুষ তোমরা— সে কথা কি আছে মনে ?

কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে ?
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর-লাজে।—
সে দিন কবে বা হবে ?
জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ—ভাই হে।
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারই সাধন—
হেন সাধন আর নাই হে।

এ-হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু।
মোরা পূজিব তোমায়
সেবার কুসুম কুড়াইয়া, নিজের পূজা ঘুচাইয়া,
পরের দুঃখ ঘুচাইয়া, ভারতের আশা পূরাইয়া।
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই— দয়া করো দীনবন্ধু।
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু।

কীর্তন

কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী।

ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী,
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙালিনী ;
দীনবেশ তব হেরিয়া জননী,
নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি।

স্বার্থ-মোহে মোরা সদাই হতজ্ঞান,
আপন দোষে মোরা হারাই নিজ মান।
ভায়েরে ঘৃণা করি, করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপা-ভিখারি।

আপন ধন পদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতি-পূজা জানাই তোমায় ;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায়
যে পদ ধৌত করে জাহ্নবী-বারি।

খাম্বাজ

জাগো জাগো, জাগো এবে।
হেরো পূরব-প্রান্তে ভানু-রেখা হে ভারতবাসী।
মঙ্গল-সংগীত শোনো বিহগ-কণ্ঠে।
পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি।

দূর অতীত শোনো ডাকে— বৎস জাগো—
মোদের সম্মান গৌরব রাখো।
ভবিষ্যতে শোনো ডাকে কর্মভেরী,
সুপ্তি পরিহরো, মুক্তি-অভিলাষী।

দক্ষিণে বামে দেখো জাগে কত জাতি—
নবীন উৎসাহে, নয়নে নব ভাতি।
জাগো, জাগাও সবে নব দেশপ্রেমে ;
শঙ্কা কোরো না হেরি' বিপদদুঃখরাশি।

ভৈঁরো

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।

কি যাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
এমন কোথা আর আছে গো!
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা—
মরি হায় হায় রে!
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন—
আরও কত মধুপ গো!—
ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে !—
গরব কোথায় রাখি গো ?—
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে ;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

বাউল

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে ?
হা রে বিধাতা, সে দেবকান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?

আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব ?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব ?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি ?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি ?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন ?
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে ?

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।
কোথা সে বীরেন্দ্র স্থর দানবারি ?
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী ?
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।

নানক গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি—
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী।

ধর্মের বেশে বিহরে অধর্মী।
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী ?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে ?

মিশ্র খাম্বাজ

৮২

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় ব'সে।
কণ্ঠ আমার র'বে না আর পরের বশে।

সোনার শিকল দে রে খুলি,
দুয়ারখানি দে রে তুলি।
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ-পরশে— শীতল মেঘের পরশে।

থাকবে নীচে ধরার ধূলি ;
ভুলব পরের বচনগুলি।
বলব আবার আপন বুলি
মন-হরষে— আপন মনের হরষে।

ভৈরবী

নূতন বরষ, নূতন বরষ,
তব অঞ্চলে ও কি ঢাকা?
মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা,
তাই কি গোপনে রাখা?

দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান?
ধনীর লাগিয়া এনেছ কি প্রাণ?
অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম?
স্বপ্নের লাগি জাগা?

আশায় বসিয়া আছেন জননী—
তাঁর লাগি তুমি কি এনেছ ধনী?
ঘুচাবে কি তাঁর অতীতের পানে
সজল চাহিয়া থাকা?

আসিবে কি হেথা প্রেমের শাসন?
তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন?
শিখাবে কি দ্বেষ গর্ব পাসরি
ভাই ব'লে ভাইয়ে ডাকা?

মিশ্র দেশ

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।
আপন কারায় বন্ধ তোরা,
পরের কারায় বন্দী তাই।

হা রে মূর্খ, হা রে অন্ধ,
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব!
দেশের শক্তি করিস মন্দ—
তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই।

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই!
তাই মন্দিরে মস্‌জিদে লড়াই।
প্রবেশ করে দেখ্‌ রে দু ভাই—
অন্দরে যে একজনাই।

দেশ-মাতার আর বিশ্ব-মাতার
ম্লেচ্ছ কাফের এক পরিবার।
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার—
জন্ম-মৃত্যু এই যে ঠাঁই।

ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ—
এক জাতি তাই এক শো অংশ।
হিন্দু রে, তুই হ'বি ধ্বংস
না ঘুচালে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে
শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে ;
ওরে সেই অছুঁৎ ছেলেই তুলে কোলে
তুষ্ট হন যে গঙ্গা-মাঈ।

খাবি নে জল ভাইয়ের দেওয়া ?
খাস নে অন্ন তাদের ছোঁওয়া ?
ওরে, শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া
রঘুনাথ তো খেলেন তাই।

তোরাই আবার সভাস্থলে
হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে,
সম-তন্ত্র চাস সকলে—
বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই !

জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।

ছাড়্ দেখি রে রেষারেষি,
কর্ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।
তখন তোদের সব বিদেশী
দাস না ব'লে বলবে ভাই।

মিশ্র বেহাগ

মা ন ব

তাহারে ভুলিবে বলো কেমনে ?
গাঁথা যে সে তব শত গানে যতনে।

কি হবে রুধিয়া দোর ? ভাঙা যে হৃদয় তোর।
মানিবে না মন-চোর বাহিরের বারণে।

যাবি কোন্ দূর বিজনে পাসরিতে সেই জনে ?
সেথাও তো গাহে পাখি কাননে।

সেথাও তো ফোটে ফুল, বরষা বিরহাকুল ;
সেথাও তো ওঠে চাঁদ রজনীর গগনে।

ভৈরবী

৮৬

কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি পথের ভিখারি নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতো
অন্তর পাতি রহি গো।

শুধু তব ধন করি আশ
আমি পরিয়াছি দীন বাস ;
শুধু তোমারি লাগিয়া গাহিয়া গান
মর্মের কথা কহি গো।

মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য,
দেখো, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে তাই
রিক্ত হৃদয় বহি গো।

মিশ্র খাম্বাজ

জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী,
শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি।

এসো গো মম অন্তরে ধীরে মৃদু মন্থরে,
বিদ্যুৎ-প্রবেশে তব শঙ্কা মানি।

বলো গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ও কি অঞ্চলে ?
দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি ?

তব চরণ-রন্‌ঝনা করিবে কি গো বঞ্চনা—
কুহক-কল-কণ্ঠে এ কি বাণী গায় !

কি সুধা তব সংগীতে, কি শোভা তনুভঙ্গিতে ;
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কি মোহ আনি' !

মিশ্র তিলোক কামোদ কীর্তন

কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা ?
কার লাগি এত উতলা ?
কে তরী বাহি আসিবে গাহি ?
খেলিবে তার সনে কি খেলা ?

সারা বেলা গাঁথ মালা—
ঘরের কাজে এ কি হেলা ?
ছলনা করি আন গাগরি
কার লাগি বলো অবেলা ?

মিশ্র কালাংড়া

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটীরে ?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি
কুঞ্জ-কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।

ও দুটি নয়ন-মণি চিনি যে গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে।

জানি ও উজল হাসি, বিষাদ-তামস-নাশী,
দেখেছি বঙ্কিম ধনু নীল-নীরদ-নীরে।

হৃদয়-মাধুরী তব কি অতুল, অভিনব!
দেখি নি হেন বিভব, হৃদয় আসে না ফিরে।

আমার কুসুম-বীথি সফল করো অতিথি ;
লহো পূজা নিতি নিতি ভগন মনো-মন্দিরে।

খাম্বাজ

৯০

বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা ?
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা !

গিয়াছে রবি শশী গগন ছাড়ি ;
বরষে বরষা বিরহ-বারি ;
আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা।

দমকে দামিনী বিকট হাসে ;
গরজে ঘন ঘন, মরি যে ত্রাসে।
এমন দিনে হায়, ভয় নিবারি,
কাহার বাহু-'পরে রাখি মাথা ?

মিশ্র মল্লার

৯১

ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা,
তুমি কি গো সেই মানিনী ?
বাদল-নিঝরে শুধু মনে পড়ে
সে দুটি কাজল ঝরিনী।

এ ঘোর আঁধারে সে খোঁজে তোমারে,
'এস বঁধু' বলি ডাকে বারে বারে।
বিরহীর লাগি আছ কি গো জাগি ?
কাটে কি কাঁদিয়া যামিনী ?

ক্রুদ্ধ আকাশ, রুদ্ধ দুয়ার—
তুমি কি গো তারই সেই মুখভার ?
সহসা বিজলি উঠিছে উজলি—
তুমি কি গো সেই দামিনী ?

কাটি যাবে যবে বরষার রাত
আসিবে হাসিয়া সোনার প্রভাত,
তেমতি হাসিয়া, হৃদি বিলাসিয়া,
আসিয়ো মধুরহাসিনী।

কীর্তন

আজি স্বরগ-আবাস তুমি এসো ছাড়ি।
আজি বরষে বরষা বিরহ-বারি।

আজি ফুলে নাহিক মধুগন্ধ,
মলয়ে নাহিক মৃদুমন্দ,
জীবনে নাহিক গীতছন্দ—
তোমারে ছাড়ি'।

মোর এ ভালোবাসা পাবে না নন্দনে,
উঠে নি এত সুধা সাগর-মন্থনে ;
না জানি নিশি যাপ' কতই ক্রন্দনে
আমারে ছাড়ি।

সেথায় নাহিক আত্ম-বলিদান,
মিছে কলহ, মিছে অভিমান,
বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান,—
সেথা রবে কেমন করি ?

খাম্বাজ

৯৩

আমার মনের ভগন দুয়ারে   সহসা তুমি কে গো, তুমি কে ?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু   উজল নিজ আলোকে।—
তুমি কে গো, তুমি কে ?

এ কি   প্রেম-প্রতিম অঙ্গ !
এ কি   যৌবন-রূপ-রঙ্গ !
এ কি   মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল-ভঙ্গ !
এ কি   সহসা মম জীবন-বন   পুষ্পিত
তোমার নয়ন-পলকে !—
তুমি কে গো, তুমি কে ?

ছিল   অশ্রুজলদলীন হৃদয়   দুঃখ-তামস গগনে,
আজি   প্রাণ মম ইন্দ্রধনু   তোমার নয়ন-কিরণে,
আজি   প্রাণ মম মত্ত মধুপ লুণ্ঠিত তব চরণে,
মম   জীবন মরণ ধরম শরম
সকলি লীন পুলকে।—
তুমি কে গো, তুমি কে ?

তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর মনের নিভৃত কন্দরে ;
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে ;
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ-অম্বরে ;
মম জীবন-গহন-চয়ন-কুসুম
শোভিত তব অলকে ।—
তুমি কে গো, তুমি কে ?

মিশ্র খাম্বাজ

৯৪

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে ?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে ?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরান-বীণায় কে গো বাজালে ?

হেম-যমুনায়
প্রেম-তরী বায়,
কে ডাকে আমায়—'আয় গো আয়' ?
প্রভাতবেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায় !

তব সে কূলে
যাবে কি ভুলে
যে ভালোবাসা বাসিলে ?

মিশ্র দেশ । পিলু

৯৫

ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে ?
ব'লে দিল কে পথ এ কালো রাতে ?

এ যে কাঁটার বন, হেথা কি প্রলোভন,
ঘর ছেড়ে এলে কি আশাতে ?

মোর সাঁঝের গান, মোর করুণ তান,
শুনিলে কি তুমি দূর হতে ?

তব নয়নে জল, ফুলে-ভরা আঁচল
তুমি দিবে কি মোর সাথে ?

গজল

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে।

কোয়েলা ডাকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে?

আজি মোর শূন্য ডালা, কি দিয়ে গাঁথব মালা?
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে?

হয় তুমি থামাও বাঁশি, নয় আমায় লও হে আসি—
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারি নে।

পিলু বারোয়াঁ।

৯৭

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে ;
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে ব'লে ?

যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া ?
কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে ?

কেন মোর গানের ভেলায় এলে না প্রভাতবেলায় ?
হলে না সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায় !

বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে,
এলে কি দুকূল হতে কূল মেলাতে এ অকূলে ?

মিশ্র বেহাগ

৯৮

আমার মনের মন্দিরে   এসো গো নবীন বালিকা,
তব   প্রথম প্রেম-প্রভাতে দেহো প্রথম প্রণয়-মালিকা।

এসো   প্রথম প্রেমে লজ্জিতা,
এসো   নবীন শরমে সজ্জিতা,
এসো   নবীন হরষে সজ্জিতা,
এসো   নবীন-চন্দ্র-ভালিকা।

তব   প্রথম প্রেমের আধো-আধো ভাষ,
প্রথম প্রেমের বাধো-বাধো আশ,
ক্ষণিক সাহস, ক্ষণিক ত্রাস,
আমারে করো সমর্পণ।

তব   প্রথম প্রেম-স্বপনে
তুমি   আমারে দেখো গো গোপনে ;
তুমি   আমারে তুষিতে পরো গো যতনে
অলকে যূথী শেফালিকা।

কালাংড়া

এসো গো ধনী, হৃদয়কুঞ্জে,—
ডাকে বনবিহারী।
প্রেমনিকুঞ্জে মুরলী গুঞ্জে
রাধিকা-মন-হারী।

যমুনা জল চল উচ্ছল,
গগনে ইন্দু পূর্ণ উজল,
আমার চিত্তে মধুর নৃত্যে
বাজে নূপুর তারই।

ফুল-মন্দিরে চলো সুন্দরী,
সকল শঙ্কা লাজ সম্বরি,
তোমার লাগি সরব-ত্যাগী—
চঞ্চল চিত-চারী।

ঝিঁঝিট

১০০

ওগো আমার নবীন শাখী,
ছিলে তুমি কোন্ বিমানে ?
আমার   সকল হিয়া মুঞ্জরিছে
তোমার ওই করুণ গানে।

জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সঙ্গোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে।

লয়ে তব মোহন বরন
আমার   শুকনো ডালে রাখলে চরণ;
আজ আমার জীবন-মরণ
কোথা আছে কে বা জানে।

ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালোবাসা,
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
আমার প্রাণে কোন্ পরানে ?

মিশ্র পিলু

১০১

মোর আজি গাঁথা হল না মালা,
পরের তোলা ফুলে ভরা ডালা।

তুলিব ফুল যত আপন মনোমত,
যদিও কাঁটা শত দিবে জ্বালা।

যদিও খুঁজিলে চামেলি নাহি মিলে,
সাজাব বনফুলে তার গলা।

একেলা তরু-ছায় গাঁথিতে সে মালায়
যদিও বেলা যায়— যাক বেলা।

বারোয়াঁ

১০২

আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায় ?
তারা   চেয়ে আছে তারি পানে, সে তো নাহি ফিরে চায়।

ভুলে কি গিয়েছে ভোলা   প্রভাতের ফুল তোলা,
জানে না কি পরিতে সে কুসুম গলায় ?

আঁখির শিশির-পাতে   ফুটেছে তারা প্রভাতে
শুকাইয়ে যাবে তারা সাঁঝের বেলায়।

যবে সে আসিবে ফিরে   নিশির ঘন তিমিরে
তার   চরণ করিব রাঙা নিঠুর কাঁটায়।

খাম্বাজ

১০৩

শুধু একটি কথা কহিলে মোরে।
না জানি কহিলে তুমি
কি মনে ক'রে।

মনে করি' সেই ভাষা
কখনো উপজে আশা,
কখনো নয়নে জল—
প্রাণ শিহরে।

রচি তাহে কত তান,
কত গাথা, কত গান ;
কতবার সঁপি প্রাণ
তোমার করে।

বেহাগ খাম্বাজ

১০৪

আমায় ক্ষমা করিয়ো যদি তোমারে জাগায়ে থাকি ;
দুদিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি।

তোমার নিকুঞ্জ-শাখা
বসন্ত-পবন-মাখা ;
প্রাণের কোকিলে, বলো, কেমনে ভুলায়ে রাখি ?

নিঠুর সংসার-বনে
শুষ্ক তৃণ-আহরণে
কাটি যাবে দিবা, তাই কাতরে তোমায় ডাকি।

আমার করুণ গানে
যদি দুঃখস্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিয়ো আঁখি।

মিশ্র খাম্বাজ

১০৫

তুমি দাও গো দাও মোরে পরান ভরি দাও।
তখন নিয়ো গো নিয়ো যত তুমি চাও।

পথের অতিথি এসেছি পিপাসী ;
কে তুমি বসিয়া পূর্ণ কলসী ?
মিটাও মিটাও মোর পিপাসা মিটাও।

শূন্য আধারে এসেছি দুয়ারে,
দিবে কি ভরিয়া রতন-সম্ভারে ?
ঘুচাও ঘুচাও মোর দৈন্য ঘুচাও।

ভীমপলশ্রী

মিনতি করি তব পায়—
তুমি যাও চলি তরী বাহি।
আমার কূলে এসো না ভুলে,
বেঁধো না হেথা তব তরী।

তুমি তো বেলা হলে যাবে বন্ধন খুলে ;
তবে কেন আসিছ গান গাহি ?
তব তরণী-তরঙ্গ করে কত রঙ্গ ;
রাখিতে নারি হৃদি ঢাকি।
তুমি তো নিবেনা মোরে তোমার তরী-'পরে ;
তবে কেন ও মুখপানে চাহি ?

সিন্ধু কাফি

১০৭

কার লাগি সজল আঁখি, ওগো সুহাসিনী ?
হৃদয়ে তব কি ব্যথা নব, ওগো হৃদয়-বিলাসিনী ?

প্রভাত-ফুলে তারই হাসি   দেখিয়া কি মন উদাসী ?
দেখাল কি তার আঁখি নিঠুর নিশীথিনী ?

অঙ্গনে বিহঙ্গগীতি   তারই কি আহ্বানস্মৃতি ?
কারে যাচি' মৌন আজি, ওগো সুভাষিণী ?

বাগেশ্রী

১০৮

ফিরায়ে দিয়েছ যারে, সেই তব বিনোদন।
বিরহে খুঁজিছ যারে— সে স্বপন, সে স্বপন।

যাহার সৌরভে মাতি ফিরিতেছ বনে বনে;
যার লাগি শত কাঁটা বিঁধেছে তব চরণে;
নব প্রেম-বিকশিত সে ফুল তোমারই মন।

যার লাগি প্রাণপণে সাজায়েছ আপনায়;
যার লাগি মালা গাঁথা চিনিলে না তারে হায়!—
ভিখারির লাগি তুমি রচিয়াছ সিংহাসন।

মিশ্র দেশ

১০৯

তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানি নি।
ভেবেছিনু ফুটিবে ফুল শুনি পিকরাগিণী।

মধুরাতে ফুলহাতে গান কি মোর শোন নি?
কেন রাকা মেঘে ঢাকা ওগো অভিমানিনী?

তুমি যারে ভুলিবারে চাহিয়াও চাহ নি,
সে তোমারে বারে বারে চাহে দিনযামিনী।

ধরা শেষে দিবে এসে তারে অনুরাগিণী!
তবে কেন ধাও হেন ওগো বনহরিণী?

ভৈরবী। ভৈঁরো

১১০

সখা, দিয়ো না দিয়ো না মোরে এত ভালোবাসা ;
জগতে তা হলে মোর রবে না কিছুরই আশা !

তুমি দিলে সারা মন
কি করিব আরাধন ?
আসিয়ে তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা ?

প্রতিদিন ফুল তুলে
যাইব তোমার কূলে ;
সে দিনের মতো শুধু মিটায়ো প্রেম-পিয়াসা।

লয়ে কোটি কোটি কান
যাব শুনিবারে গান।
শরমে কহিয়ো মোরে একটি মরম-ভাষা।

আমার জীবন-নদী
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙিয়া ভাসিয়া যাবে মোর স্বপনের বাসা।

মিশ্র দেশ

১১১

করুণ সুরে ও কি গান গাও ?
বিষাদিনী ওগো, তুমি মিছে তারে চাও।

তুমি যারে চাও মনে
সে তো নাহি এ ভুবনে ;
প্রেমের ভূষণে তারে মিছে সাজাও।
আশার ছলনে তুমি কেন দুঃখ পাও,
বিষাদিনী, কেন দুঃখ পাও ?

এসেছ যাহার কাছে
সে তো ভিখারি নিজে ;
ওগো ভিখারিনী, তুমি ঘরে ফিরে যাও।
আপন বসনে তব নয়ন মুছাও ;
ভিখারিনী, নয়ন মুছাও।

কাফি

১১২

ওহে হৃদি-মন্দির-বাসী, আজি লও গো বিদায়।
যদি দীর্ঘ-সহবাসে
চঞ্চল হৃদি-পাশে
মম প্রেম-কুঞ্জ-সঞ্চিত ফুলডালা ম্লান হয়ে যায়—
আজি লও গো বিদায়।

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন ;
আহা এমন সুধা-সিন্ধু
যদি ক'মে যায় এক বিন্দু
তোমার আনন-ইন্দু নিতি দরশে, নিতি পরশে।—
আজি লও গো বিদায়।

আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন-তিয়াষে।
যদি সুখ-পীযূষ করি পান
হয় সুখ-পিপাসা অবসান ;
যদি দেবতারে করি অপমান মনোমন্দিরে।—
আজি লও গো বিদায়।

ভৈরবী

১১৩

আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা
তার পায়, ওগো, তার পায়।
আমি খেলিতে খেলিতে ভুলে গেনু খেলা ;
একি দায়, ওগো, একি দায় !

আমি পুকুর ভাবিয়া দেছিনু সাঁতার ;
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই—
শেষে দেখি এ যে অকূল পাথার
যত যাই, ওগো, যত যাই !

আমি যত করি দান ততবার বলে,
আরো চাই, ওগো, আরো চাই,
শেষে আমার কুটীরে আমার লাগিয়া
নাহি ঠাঁই, ওগো, নাহি ঠাঁই।

বেহাগ

১১৪

বঁধু, ধরো ধরো মালা, পরো গলে,
ফিরে দিয়ো না বনকুসুম বলে।

কাঁটার ঘায়ে রাঙা হাতে
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ-রাতে ;
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখিজলে।

প্রেমের কূলে ছিনু একা,
আজি তোমারে একেলা পেনু দেখা ;
ঘর ভুলিনু তব বেণুর বোলে।

যদি না মালা শোভে গলে,
তারে দিয়ো ঠাঁই তব পদতলে ;
তোমায় ধরিব হৃদয়-শতদলে।

মিশ্র কালাংড়া

১১৫

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া ?
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া ?

তোমার লাগিয়া আজ
পরি নি মিলন-সাজ ;
বিরহশয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া।
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া !

ধরিব তোমার কর,
দাঁড়াও পথিকবর,
গেঁথে নি কুসুমমালা তুলি প্রেম-কলিয়া।
না হইতে মালা গাঁথা যেয়ো নাক চলিয়া।

লউনি

তুমি   মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে—
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি!

প্রেম-অধীরা
কণ্ঠ-মদিরা,
পরান-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢালো গো।
নয়নে চরণে বসনে ভূষণে গাহো গো
মোহন রাগ-রাগিণী—
ওগো নব-অনুরাগিণী!

মম   শোণিত-স্রোতে বহিবে গান,
লহরে লহরে উঠিবে তান;
শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ;—
রিনি রিনি রিনি রিনিনি!

শুনি' তব পদ-গুঞ্জন, জগত-শ্রবণ-রঞ্জন,
আপন হরষে
আপন পরশে
তব   চরণ-মন্ত্র পরান-যন্ত্রে বাজিবে।
সুখস্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়া নাচিবে
রিনিকি রিনিকি রিনি রিনি!
ওগো, পরান-বিলাসিনী!

গুজরাটী খাম্বাজ

১১৭

আমি ব'সে আছি তব দ্বারে ;
কত যে ডাকি বারে বারে।

দেখো, বিরহী বিহগ করুণ গাইল,
কুসুমে সাজি' অরুণ আইল।—
দুয়ার খোলো, লহো আমারে।

এসেছি হেথা অনেক ঘুরে,
যাইতে হবে অনেক দূরে ;
পথের অতিথি চাহে তোমারে।

এসেছি হেথা তোমার তরে,
চরণে বেদনা, কুসুম করে।—
এ বনমালা দিব কাহারে ?

টোড়ি

১১৮

কে গো গাহিলে পথে 'এসো পথে' বলিয়া ?
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া ?

বিজন বরষা-রাত,
এ কি ছলনা নাথ,
আঁধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া !

ঝড়ের বাতাসে আর
রুধিতে পারি না দ্বার ;
পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেমফুলহার ।

শ্রবণে মিলাল গান,
হৃদয়ে রহিল তান,
তোমার লাগিয়া আঁখি উঠিছে উথলিয়া ।

লগ্নী

১১৯

হে পান্থ, বারেক ফিরে চাও মম মুখপানে।
মনে হয় চলিয়াছ আমারি সন্ধানে।

আমিও যে বসে আছি সে পথিক লাগি,
যারে লয়ে হব আমি সরব-তেয়াগী ;
হে তৃষ্ণ, হে শ্রান্ত, তুমি কেন গেলে চলে ?
দেখ নি কি ভরা কুম্ভ মম তরুতলে ?
হেন অন্যমনা তুমি কাহার ধেয়ানে ?

তোমার দু হাতে মম হাতখানি তোলো,
দেখো তো হৃদয়ে তব দেয় কি না দোল।
মম সুধাপাত্রখানি উঠাও অধরে,
দেখো তো প্রেমের ক্ষুধা হরে কি না হরে।
তার পর যেয়ো চলে যদি মন মানে।

সিন্ধু কাফি

১২০

মন হ'রে কে পালাল গো ?
তারে ধরো।

যখন আছিনু ঘুমে
নীরবে নয়ন চুমে,
পরাইয়া গেল সে গোপনে
আপন কণ্ঠমাল গো।—
তারে ধরো।

না জানি কেমন ভোলা,
দেখে নি দুয়ার খোলা—
সিঁদ কাটি পশি গৃহে
মোর নয়ন বাঁধিল গো।

বুঝি এসেছিল হায়,
মোর নয়ন-দুলাল গো!—
তারে ধরো।

সিন্ধু কাওয়ালি

১২১

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে ;
জাগরণে যদি পথ নাহি পাও, তুমি আসিয়ো স্বপনে।

আমি যাব না, তব কুঞ্জকুটীরে যাব না ;
আমি চাব না, তব সাধের মালাটি চাব না ;
আমি কব না, তোমারে মনের কথাটি কব না,
মনোব্যথা রবে মনে।

এ দুঃখ-পাথারে সুখের ভেলায় ভাসিয়ো ;
এ ভবের মেলায় প্রমোদ-খেলায় হাসিয়ো ;
কণ্টক যদি চরণে লাগে, আসিয়ো,
আমি তুলিব সযতনে।

কীর্তন

১২২

ওগো, সুখ নাহি চাই।
তোমার পরান-পাশে
দিয়ো মোরে ঠাঁই।

তুমি যদি থাক সুখে,
আমারে রাখিয়ো দুখে;
তুমি যদি পাও দুঃখ
যেন দুখ পাই।

নাহি বুঝি কান্না হাসি,
দারিদ্র্য সম্পদরাশি;
তোমা ছাড়া সুখ দুঃখ
সকলি বালাই।

ভৈরবী

১২৩

বলো সখী, মোরে বলো বলো,
কেন গো নয়ন ছলছল ?

এমন প্রাতে ধরি দু হাতে
চেয়েছে কি কেহ ঢলঢল ?

কাহারো বাঁশি, মোহনভাষী,
ডেকেছে কি— 'বধূ, চলো চলো' ?

তোমার মালা পরিয়ে গলে
চলে গেছে কি হাসিয়ে খলখল ?

ভাঙিব বাঁশি, সরব-নাশী,
চলো ফিরে, ঘরে চলো চলো।

ভৈরবী

১২৪

বঁধু, ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে
ভুলিতে পারে না আঁখি ;
বহুদিন হতে যেন জানাশোনা,
দেখা শুধু ছিল বাকি।

আমি খুঁজিয়াছি সব ধরা,
তবু তোমার পাই নি সাড়া ;
হায়, অন্তরে মোর আছিলে লুকায়ে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি।

যত আধ-গাঁথা যুঁই বেলি
শরমে দিয়েছি ফেলি,
সে ফুল তোমার মালায় মালায়
কণ্ঠে রয়েছে ঢাকি।

কালাংড়া

১২৫

বলো গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায় ?
যতন যাতনা বাড়ায়।

যদিও যাতনা সহি
নয়ন ফিরায়ে লহি,
প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।

না জানি কি আছে মধু
তোমার পরানে বঁধু,
প্রাণ সদা তোমা-পানে ধায়।

খাম্বাজ

১২৬

ভুলো না জীবনমণি, ভুলো না আমায় ;
আমি ধূলিকণা হয়ে র'ব তব পায়।
নিঠুর প্রাণে মোরে দিয়ো না বিদায়।

এনেছি অধর ভরি শত শত চুম্বন ;
এনেছি হৃদয় ভরি শত শত কম্পন ;
রচেছি তোমার লাগি শত শত বন্ধন ;
আমি অন্ধ তোমার তৃষায়।

সুখ-প্রভাতে মোরে করিয়ো না সাথী,
রাখিয়ো সাথে শুধু দুঃখের রাতি ;
জীবন-শশীর তুমি তপন-ভাতি ;
আমি সুন্দর তোমার বিভায়।

দেশ। ঘনঘটার সুর

১২৭

কেন দেখা দিলে যদি দেখা নাহি দিবে আর ?
কেন গো জাগালে প্রেম পরানে আমার ?

পশিয়া এ অন্তরের অন্তঃপুরে
কেন গো ডাকিলে মোরে মোহন সুরে ?
চলিয়া যাইবে যদি ফেলিয়া দূরে,
কেন গো ভাঙিলে তবে শরম আমার ?

তোমার দেশের আমি নাহি জানি পথ ;
কোথা গেলে হায়, মম, পূরে মনোরথ ?

পরাইয়া ফুলদল আমার কেশে,
চাহিয়া আমার পানে মধুর হেসে,
করিয়াছ বিদেশিনী আপন দেশে ;
কেমনে হইব পার এ বিরহ অপার ?

ঝাঁপতাল

১২৮

আমি তাই ছাড়িতে সদা ভয় পাই ;
তুমি থাকিলে কাছে লোকলাজ নাই।

যখন তোমারে দেখি
আপনারে ভুলে থাকি ;
নয়ন মুদিলে পাছে তোমারে হারাই।

তুমি যবে যাও ছাড়ি
আপনারি ভয়ে মরি ;
তোমা বিনা এ জগতে সকলি বালাই।

বেহাগ খাম্বাজ

১২৯

যাও যাও, জানাতে এসো না ভালোবাসা ;
চাহি না বরষ পরে বারেক আসা।

প্রভাতে মালতী যূথী করবী,
অলিকুলগুঞ্জনে গরবী,
আমা হতে সুন্দরী, সুরভি ?
যাও, তার সনে করো খেলা-হাসা।—
যাও যাও, জানাতে এসো না ভালোবাসা।

নিশীথে কলঙ্কিনী আকাশে
আমা হতে উজ্জ্বল বিকাশে ?
যাও তুমি সে রূপসী-সকাশে,
মিটাও তোমার রূপ-আশা।—
যাও যাও, জানাতে এসো না ভালোবাসা।

কোকিলের মতো কণ্ঠ নাহি যে
মোহন সুরে আমি তোমারে চাহি ;
আমি কি পারি তুষিতে তোমারে গাহি—
নিতি নিতি নব নব ভাষা ?—
যাও যাও, জানাতে এসো না ভালোবাসা।

ভৈরবী

১৩০

আমি কি দেখিব তোমায় হে ?
তোমার সকলি সুন্দর হে— অতি সুন্দর !
তব চরণ সুন্দর, বরন সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন ;
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন ।
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস ;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ ।
তব রচন সুন্দর, বচন সুন্দর, সুন্দর তব গীতি ;
তব মরম সুন্দর, শরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি ।

আমি কত দেখিব তোমায় হে ?
তুমি সকল সময়ে মধুর— অতি মধুর !
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুর, মধুর তুমি স্বপনে ;
তুমি সজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে ।
তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে ভরসা ;
তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে বরষা ।
তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান ;
তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙা প্রাণ ।

তুমি মধুর হে যবে আমায় ভালোবাস, মধুর যবে বাস অন্যে ;
তুমি মধুর যবে বস কনক আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে ।

কীর্তন

১৩১

তোমার নয়ন-পাতে ঘুচিয়া গিয়াছে নিশা ;
জীবন-বিজনে তাই আজি পাইয়াছি দিশা।

তোমার অন্তর-মাঝে
না জানি কি মধু আছে!
চারি দিকে মরুভূমি, তবুও নাহিক তৃষা।

মথিয়া আশার জল
উঠেছে যে হলাহল,
আজি সেই তিক্ত বিষ মধুর পীযূষে মিশা।

সিন্ধু

১৩২

তাই ভালো দেবী, স্বপনেই তুমি এসো।
যদি না বসিবে জীবন-আসনে, পরান-আসনে বোসো।

জটিল পঙ্কিল জগতের পথে
কেমনে আসিবে নন্দন-রথে ?
স্বরগ হইতে স্বপনের পথে অলখিতে তুমি এসো।

যে দু-দিন তুমি ছিলে দেহপুরে,
নিকটে থেকেই ছিলে বহু দূরে।
আজি দু-জনার কত ব্যবধান তবু দূর নাহি লেশ।

মরতের গেহ, মরতের স্নেহ,
চঞ্চল অতি, অতি পরিমেয়।
যে ভালোবাসা বাসে নাই কেহ, সেই ভালোবাসা বেসো।

ভবের বন্ধনে পড়িলে না বাঁধা,
তাই না জানিলে বৃথা হাসা কাঁদা।
স্বপনবাসিনী ওগো সুহাসিনী, ওই হাসি তুমি হেসো।

কীর্তন

১৩৩

রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা ?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা ;
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা।

ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভরব ফুলডালা,
কারও পায়ে দিব অর্ঘ্য, কারও গলায় মালা।
কোথা হতে এল রে চোর সকল চোরের আলা।

ছেঁড়া পাপড়ি ধরে ধরে গেলাম বহু দূরে,
পথের মাঝে পথ হারিয়ে ঘরে এলাম ঘুরে।
কে জানে রে সে অজানা কোন্ অজানা পুরে ?

দেখেছ কি সে চোরারে, শুধাই সবারে।
কেউ-বা বলে খোঁজো তারে বনের মাঝারে ;
কেউ-বা বলে পাবে তারে নদীর ও-পারে।

চাইত যদি দোরে এসে আমার কুসুমগুলি,
উজাড় করে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি।
পারত কি চলে যেতে— আমায় যেতে ভুলি ?

গজল

১৩৪

নিজেরে লুকাতে পারি নি বলে লাজে হইনু সারা ;
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?

যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনি নি কানে ;
যখন গানটি গাহিতে, চাহি নি তোমার পানে ;
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভানে।
শত যতনের অযতনে পড়িনু কি শেষে ধরা ?

দেখিতাম যবে স্বপনে, সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত-কুসুমে সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়নতারা ?

চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে ;
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ;
তব মূর্তি করি নি পূজা, স্মৃতিই রয়েছি জড়ায়ে,
কেমনে জানিলে তুমি যে আমার সকল জগত-জোড়া ?

ভৈরবী

১৩৫

ওহে সুন্দর,   যদি ভালো না বাস তবে যাও।
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিয়ো।
তোমারি নয়ন-তরে রহিল অঞ্চল মম— আসিয়ো।

পুষ্পে তোমারে করিব আঘ্রাণ, তারকা-কিরণে হেরিব,
বসন্ত-বাতাসে করিব পরশ, ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনিব ;
আমি তোমা দিয়ে করি জগত রচনা, তোমাতেই সদা রহিব।

তুমি আমারি প্রেমে হইবে অসীম, যেথা যেতে চাও যাইয়ো ;
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিয়ো, ওহে সুন্দর আসিয়ো।

সিন্ধু কাফি

মুরলী কাঁদে রাধে রাধে ব'লে,
শ্যামসুন্দর, হায়, ভাসে নয়নজলে।

দেখো যমুনা-জলে শূন্য তরী দোলে।
শূন্য ঝোলে ঝুলা নীপতরুতলে।—
রাধে রাধে ব'লে।

কুঞ্জে নীরব পাখি, পুচ্ছ মেলে না শিখী,
পবন থাকি থাকি দীরঘ নিশাস ফেলে।
এসো গো মানিনী, মাধো-বিমোহিনী,
এসো বিরহিণী, এসো বঁধু-গলে—
শ্যাম শ্যাম ব'লে।

আশাবরী

বি বি ধ

১৩৭

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।

হল্ যদি তোর না হয় সচল,
বিফল হবে জলদ-জল ;
ঊষর ভূমে সোনার ফসল
ফলবে না রে ফলবে না।

সবাই আগে যায় যে চলে ;
বসে আছিস তুই কি বলে ?
নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে
তরী তোর চলবে না রে চলবে না।

তীরের বাঁধন দে রে খুলি,
চলে যা তুই পালটি তুলি ;
দিক যদি তুই না যাস ভুলি
তরী তোর তলবে না রে তলবে না।
বিধি তোরে ছলবে না রে ছলবে না।

বেহাগ

১৩৮

নিচুর কাছে হতে নিচু শিখলি না রে মন।
সুখী জনের করিস পূজা, দুখীর অযতন— মূঢ় মন!

লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন— মূঢ় মন!

প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই তো মহাজন— মূঢ় মন!

বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ— মূঢ় মন!

মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য;
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ— মূঢ় মন

বাউল

১৩৯

আপনার হিত ভেবে ভেবে
দিন কাটালি, মূঢ়মতি!
তোর নিয়মে বাঁধা কি রে
জগবন্ধু জগপতি?

নিজের ভাবনা ভাবলি যত,
ভাবনার ভার বাড়ল তত;
ভাঙল আশা শত শত,
তবু আশার নাই বিরতি।

সাগর সাজায় শৈলের শির,
শৈল দেয় নিজ বুকের নীর;
শিষ্য হয়ে প্রকৃতির
শেখ্‌ রে পরের অনুগতি।

বসে আপন বন্ধ ঘরে
কাঁদলি কত নিজের তরে;
দু ফোঁটা জল দে রে পরে
যারা দীন দুঃখী অতি।

থাকবি যদি নিজের কাজে
কেন এলি সবার মাঝে ?
আয় রে সেজে দাসের সাজে,
সবার পায়ে কর্ প্রণতি ।

সিন্ধু

১৪০

যাহারে দেখতে নারি তারেই আমি চাই গো।
যাহারে ধরতে চাহি তারেই নাহি পাই গো।

খেলি এ মাটির খেলা
হয়ে গেল বেলা,
নয়নে বারি তবু— কি যেন কি নাই গো।

গোপনে চিত্তে বসি
কে যেন বাজায় বাঁশি ;
মনে হয় আমার 'কালা', আমি তাহার 'রাই' গো।

বুঝি সে আঁধার রাতে
সহসা ধরবে হাতে,
তাই আমি মালা হাতে আঁধার-পানে ধাই গো।

মিশ্র খাম্বাজ

যতই গড়ি সাধের তরী, যতই করি আশা,
এক তুফানে ডুবায় তারে, এমন সর্বনাশা!—
সে এমন সর্বনাশা।

আবার যখন আঁধার রাতে কূলের পাই না দিশা,
হালটি আমার লয় গো কেড়ে, এমন ভালোবাসা!—
তার এমন ভালোবাসা।

সাগর-মাঝে প্রলয় নাচে হুহুংকারে ধায়;
অন্তরের অগ্নি ক্রোধে বিশ্বেরে নাচায়—
সে বিশ্বেরে নাচায়।

আবার ভোরের পুবে নিশির নভে এমন চাওয়া চায়।
তরুর ডালে শিশুর গলে এমন গাওয়া গায়—
সে এমন গাওয়া গায়।

কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়, কখনো যে গো মারে।
এই পাগলের লীলা বলো বুঝতে কে-বা পারে?
তারে বুঝতে কেবা পারে?

যখন থাকি ঘুমের ঘোরে   আমার সকল বিভব হরে ;
তবু আমার পরান পাগল ওই পাগলের তরে—
হায়, ওই পাগলের তরে।

রামায়ণী

১৪২

সবারে বাস্‌ রে ভালো,
নইলে   মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।

করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

যারে তুই ভাবিস ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি—
ভবের বনে ভয় বা কারে ?

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে ;
রাখবি কারে, কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ও-পারে।

ভৈরবী

১৪৩

ভালোবাসা কত পারি আর, হা রে খ্যাপা ?
যেখানে তুই থাক্ রে ভোলা, পরিস গলে হার, রে খ্যাপা।

শূন্য যে তোর পর্ণগেহ— হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল—
তবু পাস তুই পরম স্নেহ ;
হা অভাগা, কি দিবি তুই তাদের উপহার, রে খ্যাপা ?

যখন যাস তুই ফুলের পাশে, ওরে খ্যাপা,
ওরে, তারাও তোরে ভালোবাসে ;
আকাশ ভরে তারা হাসে, তোর ঘুচায় দুঃখভার, রে খ্যাপা।

যারা এত দিচ্ছে তোরে, হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল,
বসা ছিন্ন প্রাণের 'পরে।
আর কিছু তোর নাই রে কাঙাল, তুই খুলে দে দুয়ার, রে খ্যাপা।

কতদিন বা রইবি ভবে, হা রে ভোলা,
এত ঋণ তুই শুধবি কবে ?
তোর দিনে দিনে বাড়ছে বেলা, বাড়ছে প্রেমের ধার, রে খ্যাপা।

পারের কড়ি চাইবে যবে, হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল,
পরের কড়ি দিস্ রে তবে ;
হোস্ রে পরের দেওয়া ধনে বৈতরণী পার, রে খ্যাপা।

বাউল

পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্।
কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ ?

শীতল বায়ে আসলে নিশি
তুই কেন রে হোস্ উদাসী ?
ওরে নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ।

শৈলশিরে সোনার খেলা
দেখিস যবে প্রভাতবেলা,
তুই কেন রে হোস্ উতলা দেখে মোহন ছাঁদ ?

করুণ সুরে গাইলে পাখি
তোর কেন রে ঝরে আঁখি ?
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁধ ?

সংসারেতে উঠলে হাসি
তুই শুনিস রে ব্রজের বাঁশি।
ওরে ভাবিস কি রে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ ?

কতই পেলি ভালোবাসা,
তবু না তোর মেটে আশা।
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভ'রে কাঁদ।

ভৈরবী

১৭২

তোরা জাগাস্ না লো পাগলারে।
সে যে পড়ে আছে, থাক্ পড়ে পথের ধারে।

ও সে সুদূর গানে বঁধুর পানে ছুটেছিল আঁধারে ;
মানে নি জোয়ার-ভাঁটা বনের কাঁটা সঙ্গীবিহীন সংসারে।

সে মোহন-পাখি দেছে ফাঁকি কাঁটা-বনের মাঝারে ;
তাই লোহিত গায়ে, ক্লান্ত হয়ে, চাহে যেন কাহারে !

ঘুমে আছে ভালো, জাগাস না লো,
গাওয়াস না লো তাহারে ;
তার গোপন কথা প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা রে।

আজ তার নাইক কড়ি, নাইক তরী, ডাক শুনেছে ও-পারে ;
চায় সে হইতে পার অকূল পাথার বক্ষ-ভাঙা সাঁতারে।

ওলো এমন ভোলায় কাজ কি তোলায় ?
থাক্ শুয়ে ধূলি-'পরে ;
কহি সুখের ভাষা দিস্ নে আশা এমন সর্বনাশারে।

বাউল

যদি তোর হৃদ্-যমুনা হল রে উছল, রে ভোলা,
তবে তুই এ কূল ও কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা।

আজি তুই ভরা প্রাণে ছুটে যা নৃত্যে গানে ;
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভরিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা।

যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক্-না চোখে জল, রে ভোলা।

দু ধারে ফুল কুড়িয়ে চলে যা মন জুড়িয়ে ;
মালা তোর হলে বিফল করবি কি তুই বল্, রে ভোলা।

মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি ;
দু দিনের কান্না-হাসি, ছল ছল ছল, রে ভোলা।

জীবনের হাটে আসি বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক্-না সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা।

অরূপের রূপের খেলা চুপ করে তুই দেখ্ দু বেলা ;
কাছে তোর এলে কুরূপ, তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভোলা।

বাউল কীর্তন

১৪৭

ভোল্ রে ভোলা, ভোল্ ।
ভুলে যা কাঁটার ব্যথা,
ফুলগুলি তুই তোল্ ।

কে গেল ছলন করে
কে গেল দলন করে
এখনও তাই ভেবে কি
চিত্তে দিবে দোল্ ।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্ ।

যে তোরে খুঁজি খুঁজি
হরে লয় সকল পুঁজি
তারে তুই বন্ধু জেনে
অঙ্গে দে রে কোল ।

দাঁড়া তুই সবার পিছু,
যে নিচু সেই তো উঁচু,
ভুলে যা দশের নিন্দা,
যশের উচ্চ রোল ।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্ ।

কুরূপের তীক্ষ্ণ বাণে
যদি তোর হৃদয় হানে,
চেয়ে দেখ্ নিশীথিনীর
নয়ন সুনিটোল।

আছে তোর গানের তরী,
আছে তোর প্রেমের হরি,
ভুলে যা ঝড়ের বাধা,
খোল্ রে নোঙর খোল্।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্।

ভৈরবী

১৪৮

ভোলা, তুই তাঁর চরণে মাথা ঠেকা।
এবার তুই অনেক দিনে পেলি দেখা॥

কঠিনে হৃদয় পিষে, নয়নের জলে মিশে,
যে চন্দন পেলি রে তুই, ওরে একা,
আজি তুই সে চন্দনে পর্ কপালে টিপের রেখা।

হয়তো পুঁজি হবে খালি, শূন্য হবে যশের থালি,
করিস নে ভয়, তাই হবে যা আছে লিখা।
শুধু তুই রাখ্ জ্বালিয়ে প্রাণের কোণে প্রেমের শিখা।

সকল ব্যথা তুচ্ছ ক'রে রাঙা চরণ থাকিস ধ'রে ;
দুখের মাঝেই পাবি রে তুই সুখের দেখা ;
সেই দেখাতেই হবে রে তোর সকল শেখা।
ভোলা, তুই তাঁর চরণে মাথা ঠেকা।

বাউল

১৪৯

আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন্ সাহসে ?
আশা কি আছে বাকি হৃদয়-কোষে ?

কতবার গড়্‌লি রে ঘর,
কতবার এল রে ঝড়,
কতবার ঘরের বাঁধন পড়ল খ'সে।

বাহিরের মুক্ত মাঠে
যেন তোর জীবন কাটে ;
কেন তুই ক্ষুদ্র বাটে থাকবি ব'সে ?

সবারে কর্ রে আপন,
হ রে তুই সবার আপন ;
ভুলে যা দুখের দাহন
ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে।

ভৈরবী

১৫০

ও গো দুঃখী, কাঁদিছ কি সুখ লাগি ?
সুখের যাতনা জান না কি ?

কুসুম দু-দিনে শুকায়ে যায়,
থাকে শুধু কাঁটা তার বোঁটায় ;
থাকে কেতকী-বনে ফণী জাগি।

মিলনে সদাই বিরহ-ভয় ;
সে জয়ী যে জন বেদন সয়।

দুখের দাহনে হও অমল,
মুছাও দুঃখীর আঁখির জল।—
পেতে যদি চাও, হও ত্যাগী।

মিশ্র পিলু

১৫১

থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে ব'লে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে।

সুখের ছদ্ম বেশে,
আসে দুঃখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে।

যেথা আজ শুষ্ক মরু,
যেথা নাই ছায়া-তরু,
হয়তো তোদের নয়ন-জলে ভরবে ফুলে ফলে।

জীবনের সন্ধি-পথে
খুঁজে পথ হবে নিতে ;
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না ব'লে।

ভাঙিলে বালির আবাস
বিষাদে হোস্ নে হতাশ,
আছে ঠাঁই, বলে বাতুল, রাতুল-চরণ-তলে।

মিশ্র সিন্ধু। খাম্বাজ

১৫২

নমো বাণী বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মোহিনী,
নমো বাদ-সংগীত-মাতঃ, ভারতী ভবতারিণী।

সৌরলোক গীতচালিত, দ্যুলোক ভূলোক গীতমুখরিত ;
ষড় ঋতু ষড়রাগরঞ্জিত বন্দে চরণে বন্দিনী।

সুপ্ত স্মৃতি পুনঃ জীবিত, শান্ত তৃপ্ত তাপিত চিত,
সুখী জন সদা নন্দিত তব সংগীতছন্দে।

প্রেমমুখর মুরলী-রন্ধ্র, সমরে ডমরু মরণমন্দ্র,
গীত আদি-বেদ-মন্ত্র— তব সংগীতছন্দে।
নমো ঈশ্বরনন্দিনী।

ইমনকল্যাণ

১৫৩

এসো প্রবাসমন্দিরে,
এসো গো বঙ্গভারতী।
দীন প্রবাসী বঙ্গজনের
লহো গো দীন আরতি।

যতনে তুলিয়া প্রবাসফুল
পূজিব তোমার চরণমূল ;
আসিবে নূতন ভকতকুল,
করিবে চরণে প্রণতি।

তোমার বীণার মোহন তান
মোহিবে নিখিল-ভারত-প্রাণ,
গৌড়জনের গৌরব মান
লভিবে নবীন শকতি।

সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা,
ওগো বাঙালি-হৃদি-রমা,
ভোলে নি তোমায় ভোলে নি মা,
তোমার প্রবাসী সন্ততি।

কাফি

১৫৪

থাকো সুখে, তুমি থাকো সুখে, তুমি থাকো সুখে।
তাঁর অভয় চরণ রাখো বুকে।— থাকো সুখে, থাকো সুখে।

কাটো দিবস যামিনী, সবার হিতকামিনী,
সে পদ-অনুগামিনী।— সুখে দুখে, থাকো সুখে।

সদয় হোক ভারতী, সত্য হোক সারথি,
সহো সকল সন্তাপ হাসিমুখে।— থাকো সুখে।

নিন্দা দ্বেষ স্বার্থ প্রেমেতে করো ব্যর্থ,
ক্ষমাতে করো বন্ধু সব বিমুখে।— থাকো সুখে।

হোক সফল প্রীতিবন্ধন, সফল হাসি-ক্রন্দন,
আনো জীবন-অঞ্জলি তাঁর সম্মুখে।— থাকো সুখে।

মিশ্র

১৫৫

এসো হে এসো হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাসভবনে।
আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ পূজিতে বঙ্গরতনে।

লহো আমাদের হরষ-ভার ;
পরো আমাদের প্রীতির হার ;
হৃদয়ের থালা ভরিয়া এনেছি
ভক্তিপুষ্পচন্দনে।

তোমার গৌরব, তোমার মান,
তোমার সুকৃতি, তোমার জ্ঞান,
তোমার বিনয়, প্রেম মহান্,—
ঘোষিছে ভারত-বন্দনে।

ঈশপদে করি মিনতি আজ,
করো করো তুমি দেশের কাজ ;
দেশের দৈন্য দেশের লাজ
ঘুচাও দীর্ঘ জীবনে।

বেহাগ

১৫৬

জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পূরব-উজল রবি।

জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারতগৌরবরবি,
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি'—
জয় হে কবি।

হে কবি, তোমার মোহন তান
নিখিলজনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি তোমার দান
আজি গরবী,—
হে বিশ্বকবি।

কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদুমধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেমবিধুর—
বিচিত্র কবি।

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও
সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও
হে বীর কবি,
দেশপ্রেমী কবি।

বিশ্বের উদার সমতলে
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশকালের ভেদ ভুলিলে—
কি নব ছবি !—
হে কর্মী কবি।

বিশ্বেশ্বরের চরণতলে
তব গীতগঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে,
হে দেবকবি।

নটমল্লার

১৫৭

মিলন-সভা মাতাও আনন্দ-গানে ;
বাঁধো আজি প্রেমডোর প্রাণে প্রাণে।

শোভন শুভ-উৎসবে
বৈরী আজি বন্ধু হবে ;
চাহে চিত সর্বহিত-সুখ-পানে।

সকলে ধরি হাতে হাতে
চলো হে আগে, চলো হে সাথে ;
গাহো শত কণ্ঠ মিলি একতানে।

কাতরে যাচে বন্ধুজনে
যুবকজন-সম্মিলনে ;
ওহে ঈশ, আশিস' করুণা-দানে।

তিলক কামোদ

১৫৮

প্রেমময়ে রাখিয়ো সদাই দোঁহে স্মরণে।
যে নব পথে যাত্রা করিলে আজি,
সবার আশিস লয়ে চলিয়ো নির্ভয় মনে।

সংসারের পথে হাঁটা, কত ফুল, কত কাঁটা ;
সকলি তাঁহারি দান— ভুলো না কভু দু জনে ;

জীবনের সুখে দুখে থেকো সদা হাসিমুখে ;
সাধিয়ো আপন হিত সবার হিত-সাধনে।

মিলনে লভিয়ো শক্তি, প্রেমেতে লভিয়ো মুক্তি ;
পূজার কুসুম হয়ে রহিয়ো তাঁর চরণে।

খাম্বাজ

১৫৯

মা, তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়,
তোর মেঘে-ঢাকা পাখি-ডাকা শ্যামল শাখায়।

হেথা তোর বিজন বনে হাসে ফুল আপন মনে,
কেউ তারে দেয় না ব্যথা বিচ্ছেদব্যথায়।
হেথা নাই খাঁচার বাধা, নাই পরের বচন সাধা,
হেথা গান গাহে পাখি সুখের হেলায়।

পাষাণের বক্ষ-ঝরা সরসী স্নেহভরা,
কূলেতে ফুলের বিথান বিটপীর ছায়;
হেথা তোর বনের গাওয়া, রঙিন ওই পাখির নাওয়া,
হেথা তোর মৃদুল হাওয়া মোর সকল ভুলায়।

সুন্দরের কুঞ্জবনে নীরব বেণুগুঞ্জনে
কে যেন ডাকে আমায়— আয় আয় আয়।
তারি সনে থাকব হেথা, ঘুচাব মোর সকল ব্যথা,
চুপি চুপি কতই কথা ক'ব দুজনায়।

ভৈরবী

১৬০

আদিরাগ ভৈরব নিদাঘ-উষাগমে
বিমল মনে গাহো জগবাসী।

গগন-ভালে চন্দন, গহনে পিক-বন্দন,
পুষ্পে নব সৌরভ, মধুপ পিয়াসী।

বিশ্ব হেন কালে ডাকে বিশ্বনাথে ;
তাঁহার মহিমা গাহো প্রভাতে।

তাপিত চিত্ত হবে শান্ত তিরপিত ;
মুক্ত হবে ভব-নিগড়, মুক্তি-অভিলাষ ।

ভৈরবী। গ্রীষ্ম

ওহে পুরজন, দাও কিছু ধন
প্লাবনপীড়িত জনে,
তব দেশবাসী করে হাহাকার
অন্ন-গেহ-বিহনে।
শিল্পী ও চাষী কত গেছে ভাসি
দারুণ এ শ্রাবণে,
আশ্রয়হীন বস্ত্রবিহীন
মৃত্যু মাগিছে মনে।
আর সইতে নারে, বলে হা বিধাতা।

কাঁদিছে জননী, কোলের বাছনি
যায় বুঝি অনশনে।
কে আছ মা, ঘরে, দাও স্নেহভরে,
বাঁচাও শিশুরে প্রাণে।
ওগো স্নেহময়ী, ওগো শিশুর মাতা।

তব ভাইবোনে হরিবে শমনে,
সহিবে বলো কেমনে ?
দাও কিছু দাও, বিপন্নে বাঁচাও—
সুখী করো নারায়ণে।
ওহে পুরবাসী, করো দুঃখীর সেবা।

কীর্তন

১৬২

প্রবল ঘন মেঘ আজি
নীল ঘন ব্যোম-'পরে
আঁধার ঘনঘোর
ভানু চন্দ্র ছায়ি হে।

বরষিছে মুষলধার,
নাহি বিরাম আর ;
বিশ্বশক্তি রাখো এ
বিপদ বাঁচাই' হে।

ত্রস্ত ধরণী-'পরে
সকলি হে শঙ্কা করে—
পশুপক্ষী, জলস্থল,
নদীনদ, বায়।

সকলি বিস্মিত হায়
ঘনঘোর বরষায় ;
জগপতি, চরণে রাখো
শান্তি বিছায়ি হে।

মেঘ। বর্ষা

১৬৩

শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে
তোরা আয় গো, কে ঝুলিবি আয়।

প্রেমগীতছন্দে দুলিবি আনন্দে,
ভুলিবি ভয়-ভাবনায়।

গগনহিল্লোলে কালো মেঘ দোলে—
ঝুম ঝুম নূপুর পায়।

শ্যাম-পত্র-কোলে কুসুম দোলে,
রাধা-সনে যেন শ্যামরায়।

ওগো সুখী দুখী, দাঁড়া মুখোমুখি—
দুলিবি জীবনদোলায়।

পিলু। সাওয়ন

১৬৪

গায় পঞ্চম রাগ মুক্ত গগন, মুগ্ধ ভুবন,
সবে শারদ সংগীত গাহে।
প্রভাত নিরমল, পুষ্পিত পরিমল,
নিশীথিনী উজল নয়নে চাহে।

পঞ্চম । শরৎ

১৬৫

উজ্জ্বল সমর-বেশে এসো নটনারায়ণ।
হেরি তোমার মুরতি, বিপদ-দুঃখ-বারণ।

এসো সমর-সাজে এ ভুবন-মাঝে ;
শকতি দেহো দেহে, অন্তরে অভয় আনো।

হেমকান্তি ধরি এসো হেমন্তের কালে,
বাজুক ডমরু ভেরী উদ্দাম তালে।

তুরঙ্গ-বাহন-'পরে, ভরি তূণ খর শরে,
ভুবনবিজয়ীএসো, এসো দানবত্রাসন।

নটনারায়ণ। হেমন্ত

১৬৬

আইল শীত ঋতু হেমন্তের পরে,
শীতল ধরণী এবে চাহে দিবাকরে

কুন্দ-শেফালিকা ফুলে
নীহারবিন্দু উছলে ;
কুসুমকানন-মূলে
শ্রীরাগ বিহার করে।

রাগিণী নবরঙ্গিনী,
শ্রীরাগ-অনুসঙ্গিনী,
নাচিছে লাসভঙ্গিনী,
গাহিছে মোহন স্বরে।

শ্রী। শীত

১৬৭

নব রূপ হেরি আজি বিশ্ব বিমোহিত ;
তরু নব পত্র ফুলে পুষ্পে বিশোভিত।

কুহরিছে পিককুল, মুকুলে নীপ আকুল,
নন্দিত জীবকুল হরষেতে ব্যাকুল।

সুরভি-অনিলে আজ মৃদুল পরশ,
হেরো বসন্ত পীত-বসন-পরিহিত।

বসন্ত। বসন্ত

আজি হরষ সরসি কি জোয়ারা !
প্রাণমে ন মিলত কূল কিনারা।

গাও গাও সখী, গৌরবগীত,
লীলা-চপল রাগ ললিত ললিত,
কোকিল পঞ্চম করুণ কানাড়া,
গাও গাও মৃদু মধুর মল্লারা।

দোলত দিবাকর দিবসমোহন,
কোকিল কূজত কুহু কুহু কুহু,
চাঁদিয়া-রঞ্জিত রজত-রজনী,
দূরে চমকত পুলকিত তারা।

গুজরাটী। খাম্বাজ

আয় আয়, আমার সাথে ভাস্‌বি কে আয়।
আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙা ভেলায়।

ওই দেখ্ চাঁদের আলো, ওই শোন্ কলকল ;
কেমনে থাকবি বল্ শুকনো ডাঙায় ?
আয় তোরা কুলকুলানো কুল-ভুলানো এই দরিয়ায়।

নায়ে মোর নাই কিছু নাই, তাই সবার লাগি হবে রে ঠাঁই।
ভুলেছি কুলের বালাই ভেসেছি তাই।
কে তোরা বাঁধা বাটে ? কে তোরা বাঁধা ঘাটে ?
সুখেতে থাকিস যদি থাক্ তোরা ভাই ;
যার আঁখি ছলছল, আয় রে এ নায়।

ওই দেখ্ সুরধুনী ছোটে কার ডাকটি শুনি ;
আমিও ডাক শুনেছি— 'আয় আয় আয়'।
চল্ আজ স্রোতের সনে ছুটি সেই ডাকের পানে,
যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়।
যেখানে যাবে জানা সেই অজানায়।

মিশ্র কালাংড়া

রুমক ঝুমক রুম ঝুম নূপুর বাজে।
বিরহী পরান মম সে ছুটি চরণ যাচে।

সে নৃত্যের তালে তালে দোলে রে কুসুম ডালে,
তড়াগে মরাল দোলে, হিল্লোলে তটিনী নাচে।

শিশুর চরণ টলে সে চরণছন্দে,
শিখীর চরণ টলে রঙিন আনন্দে।
বাদলের রিনি রিনি বাজে সেই শিঞ্জিনী—
শুনি সে চরণধ্বনি নিশীথে প্রভাতে সাঁঝে।

মৃদুল মঞ্জুল কভু বাজে সে মধুর,
বেদনমুখর কভু খর সে নূপুর,—
তরুণ হৃদয়-মাঝে তারি আগমনী বাজে,
নাচে সেই নটরাজে আমার হৃদয়-মাঝে।

মিশ্র খাম্বাজ

১৭১

আনন্দে রুমক ঝুমু বাজে,
বাজে গো বাজে।
সুন্দর সাজে
চিত্ত-'পরে নৃত্য করে সে নৃত্যরাজে।

কুঞ্জবন মুঞ্জরিল,
পুলকে অলি গুঞ্জরিল,
নীপমূলে দুলে দুলে শিখীকুল নাচে।

কাজল মেঘে বিজলি-সম
জীবনে মম সে অনুপম ;
বংশী তার বাজে মনোমাঝে।
লক্ষ্যহীন লক্ষ আশা বক্ষেতে বিরাজে।

খাম্বাজ

১৭২

বাজে বাজে গো বাঁশরি নিকুঞ্জকাননে।
অন্তর সম্বরি রাখি কেমনে?

নাচে সে মুরলী শুনি সুরধুনী,
আকুল পিককুল গাহে সুতানে।

বহে মন্দাকিনী প্রাণে বেণুতানে,
কেন যে টানে গানে, জানে সে জানে

১৭৩

ডাকে কোয়েলা বারে বারে,
'হা মোর কান্ত, কোথা তুমি হা রে' ;
চিত্ত-পিক চিতনাথে ফুকারে।

বাজিছে বংশী মনবনমাঝে,
এমন সময়ে সে কোথা বিরাজে ?
পুষ্পে পরিমল ফুলবঁধু যাচে,—
এসো বঁধুয়া নিকুঞ্জদুয়ারে।

গৌড় মল্লার

১৭৪

মধুকালে এল হোলি— মধুর হোলি।
রঙের খেলা, রঙের মেলা, যেথা দেখি আঁখি মেলি।

বসন্ত-সনে বিবিধ বরনে
বনে বনে আজি হোলি।
বিহগ পতঙ্গ রাঙি নিজ অঙ্গ
রঙে করে হোলি-কেলি।

ফাগ-থালা হাতে ফাল্গুন-প্রভাতে
খেলে ভানু ফাগ-খেলা।
ছাড়ি রঙের ঝাড়ি, রঙি সাঁঝের শাড়ি
পালাল কিরণমালী।

গ্রহতারাগণে হানে গগনে
কিরণের পিচকারি ;
দেখো, দোলের শশী গীতে রঙিল নিশি
উজল জোছনা ঢালি।

দোলে নানা ছন্দে, রঙিন আনন্দে,
নন্দদুলালের দোলা।
নরনারীকুল রঙেতে আকুল—
পথে ঘাটে আজি হোলি।

কাফি

১৭৫

এসো দুজনে খেলি হোলি,
হে মোর কালো।

এসেছি আঁধারে খুঁজিতে তোমারে
নিবায়ে ঘরের আলো।
মোহন মুরলী তব, হে মম মাধব,
শুনো, আঁধারে বাজে ভালো।

সব নিলে কাড়ি, নিঠুর বিহারী,
কাটিয়ে শরমজাল ;
লাজ পরিহরি এসেছি হে হরি,
আজি আবীরে ভরি থাল।

হে মোর নিয়তি, শ্যামমুরতি,
খেলো, নিঠুর খেলা খেলো।
আজি প্রেমতীরে হৃদয়রুধিরে
এসো, তোমারে করি লাল।

হোলি

১৭৬

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর,
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।

আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজল মণি সব হল আলো।
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করেছি সখা, দুঃখীরে দোসর,—
অনেক দিনের পর।

মনে পড়িল তা কি ?
এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী।
বুঝি ভিজিল আঁখি।
আর ছেড়ে যেয়ো না বঁধু জন্মজন্মান্তর,
ওগো আমার সুন্দর।

কীর্তন

১৭৭

এবার আসিলে তুমি সুন্দর বেশে,
পরান কাঁপিছে তাই ত্রাসে হরষে।

এলে না কাজল ঝড়ে,
অশনি-বাহন-'পরে ;
আসিলে কুসুম-রথে মধুর হেসে,—
সুন্দর বেশে।

পরিলে কি ছদ্ম সাজ ?
কুসুমে লুকালে বাজ ?
হাসিতে কি নাহি বাঁশি ?
কাঁদাতে কি এলে হেসে ?

মনেতে ভাবি আবার
তূণে শর নাহি আর ;
মুছাতে আঁখি-আসার এলে তাই অবশেষে,—
সুন্দর বেশে।

বেহাগ

সবাই কত নূতন কথা কয়।
আমার পুরান কথা এখনো তো বলা হল না।
সবাই করে নূতন পরিচয়,
আমার আপন জনে এখনো তো জানা হল না।

সবাই ঘোরে দেশবিদেশে নূতন তল্লাসে ;
আমি আছি ঘরে ব'সে,—
আমার পুরান বঁধু এখনো তো ঘরে এল না।

সবাই কুড়ায় নূতন কড়ি,
আমি হারাধনের গর্ব করি ;
আমার পুরান দিনের পুরান কথা এখনো তো পুরান হল না।

সবার গরব সিংহাসনে,
আমার গরব তপোবনে ;
আমার সেই শান্তিমাখা পুরাতনের কোথায় তুলনা ?

সবাই কহে, নূতন স্থরে গাও,
নূতন প্রেমের নূতন গান শুনাও ;
আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা।

গাঁথব কি আর নূতন গাথা ;
পরানে যে পুরান ব্যথা।
আমার   নিত্যনূতন সেই পুরাতন এখনো তো আপন হল না।

কীর্তন

১৭৯

এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল ?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল ?

সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল ?

গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন ?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহাভুল ?

বড়ো সাধ ছিল মনে ভরিব আঁচল বনে ;
ভুলিব চরণে ব্যথা, নয়নে বেদন-হুল।

ভৈরবী

১৮০

ব'লে দে, ওরে নিঠুর মনের মালী,
কেন তুই কাঁটা-বনে ফুল ফোটালি ?

এ ফুলে হয় না মালা,
শুধু তায় ভরে ডালা ;
মিছে তুই কাঁটার ঘায়ে হাত রাঙালি।
মিছে তুই বঁধুর আশে দিন খোয়ালি।

ভবের এ ফুলের মেলায়
গেল দিন অবহেলায় ;
মিছে তুই প্রেমের পাতে ফুল কুড়ালি।

লয়ে তোর ভরা সাজি
ফিরে যা ঘরে আজি,
কেন তুই এমন ভুলে মন ভুলালি ?
ডালি আজ কাহার পায়ে করবি খালি ?

কালাংড়া

এ আঁধারে কেন আসে, কেন হাসে,
কেন মিশে যায় বিজলি ?
জনমের সুখ, জনমের দুঃখ—
মরুমায়া কি গো সকলি ?

হেথা যত চাই তত পাই না ;
যত পাই তত চাহি না ;
যত জানি তত জানি না ;
অন্ধ নয়ন, তবু দেখিবার আকুল পিয়াসা কেবলি।

যাহারে বলি মোরা ভালোবাসা,—
আপন পূজা, নিজ সুখের আশা।
প্রাণের শোণিতে পালন করি হায়,
দুদিনে আশাগুলি কোথা যে উড়ে যায় ;
নীরব সাগরে, নীরব শৈলশিরে
প্রাণপাখি কাঁদে— কোথায় গেলি ?

মিশ্র কানাড়া

১৮২

হৃদে জাগে শুধু বিষাদরাগিণী,
কেমনে গাহিব হরষ-গান ?
আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।

সংসারের মহোৎসবে কভু এই ক্ষীণ কণ্ঠ
আপন উল্লাসে গাহিত গান ;
এবে নয়নে অশ্রু, লয়ে হাসির ভান
কেমনে গাহিব হরষ-গান ?—
আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।

পিলু বারোয়াঁ

তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায় ?
কত বেলী, কত চামেলি যায় বৃথা যায়।

প্রেমনীরে ভরি আশার কলসী
কত-না যতনে সেচিনু তায়।
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
'কোথায়, তব বঁধু কোথায় ?'

নিজ ফুলসাজে আজি মরি লাজে ;
এ ফুলদায় হতে বাঁচাও আমায়।
নিবে ফুলগুলি নিজ হাতে তুলি—
গাঁথি নি মালিকা, যদি শুকায়।

আশাবরী

১৮৪

কে যেন আমারে বারে বারে চায়।
আমি তো চিনি নি তারে, সে চেনে আমায়।

যবে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে ;
'কে তুমি' বলে ডাকিলে
কে যেন পালায়।

কুসুমের গন্ধে রূপে
সে আসে গো চুপে চুপে ;
মেঘের আড়াল হতে
ডাকে, 'আয় আয় আয়'।

কত প্রেমে কত গানে
সে যেন আমারে টানে ;
চলেছি বিরহী তাই
কে জানে কোথায়।

হে মোর অচেনা বঁধু,
লুকায়ে থেকো না শুধু ;
এসো, করি পরিচয়
মালায় মালায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

১৮৫

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।

ডাকিছে দাদুরী মিলনতিয়াসে,
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে।
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সন্তাসে।
আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে।—
নিদ নাহি আঁখিপাতে।

গগনে বাদল, নয়নে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া ;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া।

কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন্ অভিমানে হে নিঠুর নাথ,
এখনো আমারে ত্যাগিয়া ?
এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ,
সঁপিব তোমার হাতে।—
নিদ নাহি আঁখিপাতে।

বেহাগ

১৮৬

এসো হে, এসো হে প্রাণে, প্রাণসখা।
আঁখি তৃষিত অতি, আঁখিরঞ্জন,
আঁখি ভরিয়া মোরে দেহো দেখা।

খুলিয়া প্রাণের আধো লাজবসন
জীবনমন্দিরে পেতেছি আসন ;
বোসো হে বিরহক্লেশনাশন,
কণ্ঠে লহো মম মালিকা।

উন্মাদ এ তরঙ্গ,
উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ।
ঘোর তিমির ঘেরি দশ দিক্ ;
এসো হে নবীন নাবিক।
জীবন-তরী-মাঝে নাহিক কাণ্ডারী ;
প্রেমপারাবারে আমি একা।

কানাড়া

১৮৭

এত হাসি আছে জগতে তোমার, বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান :
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ।
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা, দিলি ফাঁসি সেই ডোরে।—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

আমিও তো কত সুখের আশায় আশার ভেলায় ভেসেছি ;
আমিও তো কত সেই বাঁশি শুনি যমুনার কূলে এসেছি।
কোথা শ্যামরায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিনু ঘরে ?—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে।
এসো ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে।
লয়ে যাও মোরে হে চিরবিরাম, তোমার রথের 'পরে।—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

বেহাগ

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না, জানে না তারা।
যে সুরে গাহিতে চাহি আমি যে সে সুর-হারা।

যে সুরে শিশুরা হাসে, যে সুরে ফুল বিকাশে,
যে সুরে প্রভাতে পাখি বরষে অমৃতধারা।

যে সুরে নাচে পতঙ্গ, যে সুরে নাচে তরঙ্গ,
যে সুরে নাচে গগনে ঘুরে ঘুরে শশী তারা।

সংসারের পোষা পাখি, জীবনপিঞ্জরে থাকি,
শিখেছি শেখানো কথা,— তাই গেয়ে হই সারা।

যে কাননে মোর বাসা ভুলে গেছি তার ভাষা,
শেখা কাঁদা, শেখা হাসা, জানি নে গো তাহা ছাড়া।

খাম্বাজ

১৮৯

বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি।
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।

যবে কণ্টকতরুতলে ভাসাবে নয়নজলে,
আমি কুসুমে দিব গো তারে ভরি।

হান যদি খর বাণ, আমারও তো আছে গান;
আমি সম্মুখে রহিব তারে ধরি।

জেনো ওহে নিরদয়, হবে তব পরাজয়;
সন্ধি করিবে এসো অরি।

যারে ব্যথা দিবে তুমি তাহার নয়ন চুমি
যতনে বেদন লব হরি।

সবারে রাখিব বুকে; মোরে কেমনে রাখিবে দুখে?
সবাকার হাসি যে গো মোরই।

মিশ্র পরজ। ভেঁরো

১৯০

আমার আঙিনায় আজি পাখি গাহিল এ কি গান ?
শুনি নি এমন গাওয়া— হেন মরমভেদী বাণ।

যে করেছে অবহেলা আমার গানের মালা,
আজি কি পাখির গলায় তার গলার প্রতিদান ?

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারি কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু নয়ান।

বল্ রে অজানা পাখি, তুই তার দূত নাকি ?
এত দিনে ভাঙিল কি তার গভীর অভিমান ?

মোর প্রাণের গানটি শিখি বনে যা তুই বনের পাখি ;
বুঝায়ে কহিস তাহারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ।

মিশ্র আশাবরী

১৯১

ওগো দুঃখসুখের সাথী, সঙ্গী দিন রাতি, সংগীত মোর।
তুমি ভবমরুপ্রান্তর-মাঝে শীতল শান্তির লোর।

বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু,
তাপিত জনের সুধা-সিন্ধু,
বিরহ-আঁধারে তুমি ইন্দু,—
নির্জনজনচিতচোর।

দীন হীন পথচারী,
সম্বল হে তুমি তারি ;
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী,—
সর্বতরে প্রেমক্রোড়।

তব পরশ যবে লাগে
সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে ;
বিস্মৃত কত অনুরাগে
রাঙে হৃদয় ঘনঘোর।

যাহা বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কহ তাই তানে ;
মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে,—
বন্ধন কঠিন কঠোর।

গীতিমুখর তরুডালে
তব দূত অমৃত ঢালে ;
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্তকণ্ঠে তুমি ভক্তি,
বীরকরে নব শক্তি ;
সুর নর কিন্নর, বিশ্ব চরাচর,
তব মোহমন্ত্র-বিভোর।

মিশ্র আশাবরী

১৯২

কত গান তো হল গাওয়া,
আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চাওয়াও ?

যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?

যদি সন্ধ্যা হলে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা,
পথভোলা মোর ভেলা
এ অকূলে কেন বাওয়াও ?

যদি আমার দিবারাতি
কাটি' যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথপানে শুধু চাওয়াও ?

বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া ;
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

গজল

দিলদরিয়ায় বান ডেকেছে,
সামাল রে তোর গানের তরী।
ছুটবে সে আজ অজানা দেশে,
টুটবে রে সব বাঁধন দড়ি।

হালটি ধরে থাকিস হাতে,
সাথীরে তুই রাখিস সাথে।
ফেলে দে সকল পুঁজি,
নইলে ভেলা হবে ভারী।

কোথায় যাবি এই উজানে,
কেউ না জানে, নাই-বা জানে ;
যে তোরে টানল বানে
সেই যে রে তোর প্রেমের হরি।

ভয়ে যবে ভাঙবে পরান,
কণ্ঠে যেন থাকে রে গান ;
ঝড়ের হাওয়া লাগলে পালে
আরও বেগে যাবি তরি'।

মিশ্র খাম্বাজ

পরিশিষ্ট ১

১

প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্ ;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল।

যখন ছিলি এতটুক,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক ;
সেথাই পেলি সাথীর সনে বাল্যখেলার সুখ ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই প্রাণের শতদল।—
চল্ রে দেশে চল্।

হরিরলুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর ওই করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা !
শিউলি বেলি কদম চাঁপা এমন কোথায় বল্।—
চল্ রে দেশে চল্।

মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান,
মনে পড়ে তরুণ চাষীর করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।—
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

বাউল

২

ছিলে এ মরতে ওগো দয়াময়ী,
দুঃখিনীর মাতা হয়ে ;
বাঁধ নাই ঘর দু-জনার তরে,
আছিলে সবারে লয়ে ।

কত অনাথিনী কত অভাগিনী
তোমার প্রেমের দানের ভাগিনী,
কত আঁখিনীর মুছায়েছ তুমি
স্নেহের অঞ্চল দিয়ে ।

ওগো মহাপ্রাণ, তোমার প্রয়াণ
স্বর্গ করেছে আজি গরীয়ান্,
তব পুণ্যস্মৃতি রবে এই লোকে
অমর অক্ষয় হয়ে ।

পূরবী

স্বর্গীয়া হরিমতি দত্ত মহাশয়ার শোকসভা উপলক্ষে রচিত

৩

গাহো রবীন্দ্রজয়ন্তী-বন্দন,
ভকত জনে আনো পুষ্প চন্দন।
বর বরণ্যে, জগত-মাঝে,
মুখর যাঁর গানে কাব্যকানন।

সাহিত্য-আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দ্র সবাকার, তুমি ওহে কবি,
গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে,
বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।

হে অমর কবি, থাকো মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে ;
বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী,
মহান্ মোহন বাণী কহো শুনি।

রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'।
পূর্ণ হউক তব পুণ্যসাধন।

বসন্তবাহার

৪

কেন তারে পাই নে দেখা নয়নে ?
লুকিয়ে সে বসে আছে জীবনে কোন্ গোপনে।

যখন থাকি আপন মনে,
কয় সে কথা ক্ষণে ক্ষণে ;
তার সকল ভাষা বুঝতে নারি,
কি ভাষা তার কে জানে ?

ভাসিয়ে আমার গানের তরী
তারে ঘাটে ঘাটে খুঁজে মরি ;
ভাবে সবাই ঘর ছেড়েছে
আমারই সন্ধানে।

নয়নে যে ধরে কায়া,
বুঝেছি সব তারই ছায়া ;
নয়নে যে দিল না ধরা
দিবে কি সে পরানে— কে জানে ?

কাফি সিন্ধু

৫

কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে ?
স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।

কেন তবে দাও না ধরা ?
কেন খোঁজাও সারা ধরা ?
কেন বাজাও মন-হরা
ও মুরলী বারে বারে ?

মরু-আঁধার ছিল ভালো,
কুঞ্জ-আঁধার আরো কালো।
কে তুমি গো রাত-ভুলানো,
সন্ধ্যাবেলায় প্রভাত-আলো ?
ঘুম-ভাঙানো রাত-জাগানো
কে জানে সে অজানারে !

বাউল

৬

মনোপথে এল বনহরিণী ;
একি মনোহারিণী ?
তার সজল কাজল আঁখি
কেন তাহা নাহি জানি।

পথের বাঁশরি শুনি কি পথহারা ?
থাকি থাকি তাই চকিত দুটি তারা—
কারে চাহ তুমি বনবিহারিণী ?

থমকি থির একি বঙ্কিম ভঙ্গি ?
আছে কি এ প্রাঙ্গণে তব প্রেমসঙ্গী ?
কোথা যূথ তব, কোথা বনস্থালিনী ?
আইলে হেথায়, জেনে, কি পথভুলি ?
বন ছাড়ি কেন মন-বিষাদিনী ?

দেশ

৭

তুমি গাও, তুমি গাও গো।
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝংকারি বাজাও গো।—
তুমি গাও।

তোমার পানে চাহিয়া, চলিব তরী বাহিয়া।
অভয়-গান গাহি ভয় ভাবনা ভুলাও।—
তুমি গাও।

দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে,
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরছন্দে পাখিরা গাহে আনন্দে,
শিষ্য করি আমারে সে সংগীত শিখাও।—
তুমি গাও।

বেহাগ

যারা তোরে বাসলো ভালো,
যারা দিল প্রাণে ব্যথা,
যাবার আগে বন্ধু জেনে
সবার পায়ে নোওয়া মাথা।

যাদেরই তুই পর ভাবিলি,
যাদের চোখে জল আনিলি,
ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে
জানা রে আজ প্রাণের কথা।

জীবনে যা পাবার ছিল,
সবাই তোরে তাই তো দিল ;
যা পেলি তাঁর চরণ-ধূলি—
আর তবে তোর ভাবনা কোথা ?

পাবার বাকি আছে যাহা
পাবি না তুই হয়তো তাহা।
খুলিস না আর খেয়ার ঘাটে
পাওয়া-দেনার জমার খাতা।

ভীমপলশ্রী

—

প্রথম ছত্রের সূচী

পাঁচ টাকা